NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

৪ লোকনাথ ঘোষাল থেকে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

জামিনের বিরেধিতা ইডির, তিহারেই ফিরছেন কেজরি ৭

কলকাতা ২ জুন ২০২৪ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৫০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 2.6.2024, Vol.17, Issue No. 350, 8 Pages, Price 3.00

দেশে এক্সিট পোল

R. ভারত	এনডিএ ৩৫৩-৩৬৮	ইন্ডিয়া ১১৮-১৩৩	অন্যান্য ৪৩-৪৮		
দৈনিক ভাস্কর	এনডিএ ২৮১-৩৫০	ইন্ডিয়া ১৪৫-২০১	অন্যান্য ৩৩-৪৯		
Jan ki Baat	এনডিএ ৩৬২-৩৯২	ইন্ডিয়া ১৪১-১৬১	অন্যান্য ১০-২০		
News Nation	এনডিএ ৩৪২-৩৭৮	ইন্ডিয়া ১৫৩-১৬৯	অন্যান্য ২১-২৩		
News18	এনডিএ ৩৫৫-৩৭০	ইন্ডিয়া ১২৫-১৪০	অন্যান্য ৪২-৫২		
NDTV	এনডিএ ৩৬১	ইন্ডিয়া ১৪৫	অন্যান্য ৩৭		

বঙ্গে এক্সিট পোল

ABP আনন্দ CVOTER	বিজেপি ২৩-২৭	তৃণমূল ১৩-১৭	বাম+কং ১-৩
CNN	বিজেপি ১৬-২১	তৃণমূল ২০-২৫	বাম+কং ১-২
TV9 বাংলা	বিজেপি ১৭	তৃণমূল ২৪	বাম+কং ১
news24	বিজেপি ২৪	তৃণমূল ১৭	বাম+কং ১
Jan ki Baat	বিজেপি ২১-২৬	তৃণমূল ১৬-১৮	বাম+কং ৩
R. ভারত	বিজেপি ২১-২৫	তৃণমূল ১৬-২০	বাম+কং ১

শেষ দফায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্যেই সম্পন্ন ভোট উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ হল রাজ্যের সুদীর্ঘ সাত দফার নির্বাচন পর্ব। সারা দেশের পাশাপাশি ভোট সপ্তমীতে এদিন রাজ্যের ৯টি আসনে হয়েছে ভোটগ্রহণ। বারাসাত, বসিরহাট, ডায়মন্ড হারবার, দমদম, যাদবপুর, জয়নগর, দক্ষিণ ৭ কলকাতা, উত্তর ৭ কলকাতা এবং মথুরাপুরে হয়েছে শেষ দফায় লোকসভা নির্বাচন। বরানগরে উপনির্বাচন হয়েছে। সকাল ৭ টা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ পর্ব। কমিশন সূত্রে খবর, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বাংলায় গড় ভোটের হার ৬৯.৮৯ শতাংশ। কমিশনের প্রকাশিত ভোটের হারে শীর্ষে রয়েছে বসিরহাট। সেখানে ভোটের হার ৭৬.৫৬ শতাংশ। আর ভোটের হারে সব থেকে কম পড়েছে উত্তর কলকাতা। সেখানে ভোটের হার ৫৯.২৩। শেষ দফায় নির্বাচন। দিনের নির্বাচনে হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, মালা রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ বিভিন্ন শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবর্গ। পাশাপাশি, বিজেপির প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন তাপস রায়, রেখা পাত্র, স্বপন মজুমদার-সহ বিভিন্ন নেতারা।

এদিকে শুক্রবার রাত থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ উঠেছিল। শনিবার ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পর থেকেই অভিযোগের পরিমান ও তীব্রতা দুইই বাড়তে থাকে।

শেষ দফা লোকসভা নির্বাচনে প্রথম থেকেই অশান্তির চিত্র দেখা গিয়েছিল ভাঙড়ে। দিনভর সেখানে তৃণমূল এবং আইএসএফের মধ্যে সংঘর্ষের চিত্র উঠে এসেছে। এরপর সন্দেশখালিতে দেখা গিয়েছে অশান্তির ছবি। এদিন বিজেপি কর্মী- সমর্থকেরা বয়ারমারির বাসন্তী সড়ক অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। পুলিশের সঙ্গে বচসাতেও জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় রেখাকে। তবে বলা বাহুল্য, এই দুটি কেন্দ্র ছাড়া রাজ্যের বাকি ৭ টি আসনে সার্বিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবেই সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, সকাল থেকেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েপ্রার্থী এবং পার্টি কর্মীদের মারধর ও হেনস্থা, বুথ এজেন্টকে বসতে না দেওয়া, ভুয়ো ভোটার, ভোটারদের বাধা দেওয়া, ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টার মতো একাধিক অভিযোগকে ঘিরে উত্তপ্ত ছিল বসিরহাট, ভাঙড়, ক্যানিং, বারুইপুর এবং অন্যান্য অঞ্চল। অভিযোগ, কোথাও কলকাতা পুলিশের আবার পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন একাধিক ব্যক্তি। কোথাও কোথাও সংঘর্ষের জেরে আক্রান্তদের গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনাও উঠে এসেছে। ভাঙড়ের সংর্ষের জেরে আহত হন ৭০ এবং ৭১ নম্বর বুথের দায়িত্বে থাকা কলকাতা পুলিশের কর্মী এমআই খান। সাতুলিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা বুথে সেক্টর অফিসারের দায়িত্ব ছিলেন তিনি। তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বাংলায় সপ্তম দফা নির্বাচনে দমদম, বারাসাত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ ও কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হয়। চলতি লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন দফায় ভোটের সময় বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ উঠে মিলেছে। শান্তিপূর্ণ ভোট করানো উদ্দেশ্যে শেষ দফা নির্বাচনে রাজ্যে ৯৬৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ২৯৫৮টি কুইক রেস্পন্স টিম মোতায়েন করা হয়েছিল।

এদিন, বরাগনগরে উপ নির্বাচনের সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্যকে শারীরিক হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। তৃণমূল অন্যদিকে পাল্টা দাবি করেছে, ভোটারদের প্রভাবিত করা হচ্ছিল। কলকাতা দক্ষিণের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রর মেয়ে রোশেনারা মিশ্রকে বুথে ভিতর হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে।

অন্যদিকে, কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় একটি পোলিং বুথে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, বিজেপি ছাপ্পা ভোট দিচ্ছিল। এই বিক্ষোভকে ঘিরে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ওই এলাকা।ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ অস্বীকার করে বর্ষীয়ান নেতা তাপস রায় বলেন, 'প্রক্সি ভোটের বিষয়ে আমি কিছু জানি না। বুথের ভিতরে তো এজেন্টরা উপস্থিত রয়েছেন।'

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কুলতলিতে উত্তেজিত জনতা ভোটকেন্দ্রে ঢুকে একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) বাজেয়াপ্ত করে পাশের একটি পুকুরে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। পোলিং এজেন্টকে বুথে ঢুকতে বাধা দেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং ভোটার ভেরিফায়েড পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপিএটি) সজ্জিত ইভিএম বাজেয়াপ্ত করে জলে ফেলে দেওয়া হয় বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, এই ঘটনায় সেক্টর অফিসার এফআইআর দায়ের করেছেন।

ভোটে অশান্তির অভিযোগকে বিশেষ আমল দিতে নারাজ শাসকদলের নেত্রী ও মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'বিরোধীরা এমন অভিযোগ করেই থাকে। এত বুথে ভোট হচ্ছে। কোথাও দু'-একটা বুথে কিছু হয়ে থাকলে সেটা (ভোটের) সামগ্রিক চিত্র নয়।' অন্যদিকে, শনিবার ডায়মন্ড হারবারের বিভিন্ন বুথ ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় ভোটপ্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ তোলেন বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস। তার অভিযোগ এভাবে 'ছাপ্পা ভোট' দিয়ে তৃণমূল জেতার চেষ্টা করছে।

শনিবার বিকেলে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটে শেষে বুথ থেকে বেরিয়ে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের উদ্দেশে দুই তর্জনি তুলে 'ভি' চিহ্ন দেখান তৃণমূল নেত্রী। অন্যদিকে, হামিরপুরে ভোট দিয়ে বিজেপির 'রেকর্ড ভাঙা' জয়লাভের কথা বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর।

ভোটদানের হারে শীর্ষে বাংলা

কমিশন সূত্রে খবর, বিকেল ৫টা পর্যন্ত দেশের সাত রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটদানের গড় হার ৫৮.৩৪ শতাংশ। সপ্তম দফার ভোটদানের হারে এগিয়ে বাংলা। তার পর হিমাচল প্রদেশ (৬৬.৫৬ শতাংশ)। আর সবচেয়ে কম ভোট পড়ল বিহারে (৪৮.৮৬ শতাংশ)

বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ভোটের গড় হার ৬৯.৮৯ শতাংশ

দমদম	৬৭.৬০ শতাংশ
বারাসাত	৭১.৮০ শতাংশ
যাদবপুর	৭০.৪১ শতাংশ
কলকাতা উত্তর	৫৯.২৩ শতাংশ
কলকাতা দক্ষিণ	৬০.৮৮ শতাংশ
ডায়মন্ড হারবার	৭২.৮৭ শতাংশ
বসিরহাট	৭৬.৫৬ শতাংশ
জয়নগর	৭৩.৪৪ শতাংশ
মথুরাপুর	৭৪.১৩ শতাংশ

দু'দিন পর ধ্যান ভেঙে বেরিয়ে এলেন প্রধানমন্ত্রী

কন্যাকুমারী, ১ জুন: দু'দিন প্রায় ৪৫ ঘণ্টা ধরে ধ্যান করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। শনিবার দুপুরে ধ্যান ভাঙলেন তিনি। তার পর আকাশি কুর্তা, সাদা ধুতি পরে বেরিয়ে এলেন বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল থেকে। সঙ্গে তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা। সেই ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। শনিবার দেশে লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ। তার মাঝেই দুপুর ৩টে ১৫ মিনিট নাগাদ প্রকাশ্যে এল এএনআইয়ের একটি ভিডিও। সেখানে দেখা গিয়েছে, মন্দির থেকে ধুতি-কুর্তা পরে বেরিয়ে আসছেন মোদি। গলায় সাদা-লাল উত্তরীয়। পায়ে জুতো। দুই পাশে রয়েছেন দুই রক্ষী। এর পর লঞ্চে বসে সাগর পার হচ্ছেন তিনি। এর আগে শনিবার সকালে কন্যাকুমারীতে প্রধানমন্ত্রীর আরও একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। ভিডিওটি প্রকাশ করেছে বিজেপি। সেখানে দেখা গিয়েছে, মোদির পরনে গেরুয়া ধুতি-কুর্তা। গলায় গাঢ় গেরুয়া উত্তরীয়। হাতে জপমালা নিয়ে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে পায়চারি করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভিডিওতে আরও দেখা গিয়েছে, সূর্যোদয়ের সময় সূর্যকে অর্ঘ্য দিচ্ছেন মোদি। কখনও তিনি বেদির সামনে বসে প্রাণায়াম করছেন। কখনও জপ করছেন। কখনও আবার হাঁটছেন মেমোরিয়াল চত্বরে। বিবেকানন্দের বিগ্রহের পায়ে ফুল সাজাতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। তার পর বিগ্রহের চার পাশে ঘুরে আবার বসেছেন ধ্যানে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে ধ্যানে বসেছিলেন মোদি। শনিবার দুপুর পর্যন্ত চলে ধ্যান। এই দু'দিন মৌনব্রত ছিল মোদির। শুধুই তরল জাতীয় খাবার খেয়েছেন। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর তিনি গিয়েছিলেন কেদারনাথে। ২০১৪ সালের ভোটের পর গিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের প্রতাপগড়ে। বিরোধীরা এই নিয়ে সরব। তাদের দাবি, এতে আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি (এমসিসি) ভঙ্গ হচ্ছে। বিজেপির সাংসদ তথা মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, মোদি ভারতের সাংস্কৃতিক নীতিতে বিশ্বাসী। আর সেই সংস্কৃতি দেশের মন্দিরে প্রতিফলিত হয়। বিরোধীরা এ সব বুঝবে না, কারণ, তারা সনাতন ধর্ম নির্মূল করতে চায়।

Embrace the Hustle
For a brighter Future
ADMISSIONS OPEN
FOR THE SESSION 2024-25
SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY
Excellence | Innovation | Entrepreneurship
UNIVERSITY CAMPUS - 7044086270 / 8961334184
www.swamivivekanandauniversity.ac.in
SWAMI VIVEKANANDA GROUP OF INSTITUTES
Website : www.svist.org
CAMPUS - SONARPUR, BARUIPUR
9831084446 / 7003029267
REGENT EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION
Website : www.rerf.in
CAMPUS - BARRACKPORE
9831103784 / 9733634599
OUR CAMPUS

APPROVED BY AICTE | NAAC ACCREDITED | AFFILIATED TO MAKAUT AND WBSCTE
25 INSTITUTES 150+ ACADEMIC PATENTS 50000+ ALUMNI
1500+ FACULTIES 50+ ACADEMIC COURSES 600+ CORPORATE-INDUSTRY TIE-UPS
35000+ STUDENTS 1200+ BOOK CHAPTERS
COURSES OFFERED
Ph.D • M.Tech in CSE • ECE • EE • ME • CE I MBA I MCA I B.Tech in CSE, AI & DS • ECE • EE • EEE • ME • CE I BBA • BCA • B.Sc. MLT • BSc. MRIT • Agriculture • Physiotherapy • Data Science • Cyber Security • Psychology • Biotechnology • Microbiology • Journalism • Film Studies • Animation • Digital Marketing • Hospital Management • Hotel & Hospitality Management • Nutrition I Diploma in : Civil • ME • EE • Electronics • Comp.Sc. • Optometry
West Bengal Student Credit Card Scheme Available
OUR RECRUITERS
IBM amazon genpact Infosys TAFE Tractors India WIPRO Cognizant Tech Mahindra Mindtree accenture HCL accenture VIDEOCON and many more...

বঙ্গে বিজেপির সিট বৃদ্ধি নিয়ে রয়েছে বড় প্রশ্নচিহ্ন

শুভাশিস বিশ্বাস

এবারের লোকসভা নির্বাচনে নিজেদের আসনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিজেপি বিশেষ করে যে রাজ্যগুলোকে নিশানা করেছিল, তার মধ্যে একেবারে প্রথমেই ছিল পশ্চিমবঙ্গ। আসন সংখ্যার বিচারে ৪২টি কেন্দ্র নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গোটা দেশের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম রাজ্য। এর আগে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ (৮০) ও মহারাষ্ট্র (৪৮)। ২০১৯-এ পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছিল ১৮টিতে। এবারে কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পর্যন্ত রাজ্যে এসে প্রকাশ্যেই দলকে অন্তত ৩০ থেকে ৩৫টি আসন জেতার টার্গেট বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সেটা বাস্তবে সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কারণ, নির্বাচন শুরুর ঠিক আগেও পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন ছিল এখন সেই অবস্থা অনেকটাই পাল্টে গিয়েছে।

আর এর পিছনে কাজ করেছে তিনটি ফ্যাক্টর। প্রথমত, সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন নিয়ে একের পর এক স্টিং অপারেশনের ভিডিও ফাঁস, দ্বিতীয়ত, স্কুলে হাজার হাজার বেআইনি শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আদালতের রায় এবং তৃতীয়ত, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের রুল জারি।

'সন্দেশখালিতে নারী ধর্ষণ আর নির্যাতনের অভিযোগ মাস কয়েক আগে যখন সামনে আসে, তখন থেকেই বিজেপি বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সরব হয়েছিল। সেখানকার প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্রকে বসিরহাট কেন্দ্রেই প্রার্থীও করা হয়েছে। এমনকি প্রার্থী ঘোষণার পর তাঁর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। এদিকে পুরো রাজ্যে তো বটেই, জাতীয় স্তরেও সন্দেশখালির নারী নির্যাতন নিয়ে প্রচারে নেমে পড়েছিল বিজেপি। বাস্তবে সন্দেশখালির নারীদের সারা রাজ্যেই প্রচারে নিয়ে যাচ্ছিল বিজেপি যাতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের ঘটনাটা আরও জোরালোভাবে তুলে ধরা যায়।

এরপর হঠাৎই ময়দানে চলে এলো প্রথম 'গেম চেঞ্জার' বা খেলা ঘুরিয়ে দেওয়ার ঘটনা। সন্দেশখালির এক বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের সঙ্গে গোপন ক্যামেরায় রেকর্ড করা কথোপকথনে ফাঁস করা হল যে সেখানে কোনও ধর্ষণ বা কোনও নারী নির্যাতন হয়নি। তিনি ক্যামেরার সামনে স্বীকার করলেন, পুরোটাই 'সাজানো' ঘটনা, অর্থের বিনিময়ে ওই অভিযোগ করানো হয়েছিল বিজেপির নেতাদের পরিকল্পনায়। এই ভিডিও ভুয়ো বলে দাবি করেছেন গঙ্গাধর। তবে প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু শাসকদল ঠিক যে কারণে এই ভিডিও সামনে এনেছে সন্দেশখালির ঘটনায় সেই ড্যামেজ কন্ট্রোল কিন্তু অনেকটাই করেও ফেলে। যেখানে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বা অন্যান্য বিজেপি নেতা-নেত্রীরা সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন নিয়ে অতি সরব ছিলেন, তারা এখন আর সেই প্রসঙ্গ আর খুব একটা সামনে আনতে দেখা যায়নি। যদি সন্দেশখালি প্রথম 'গেম চেঞ্জার' হয়, তাহলে দু-নম্বরে থাকা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীর চাকরিচ্যুত হওয়ার ঘটনাও খেলা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো বড় ঘটনা।

শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি, সেই অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তার বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়-সহ গোটা স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার তাবড় কর্মকর্তাদের জেলে যাওয়া, মন্ত্রীর বান্ধবীর দুটি ফ্ল্যাট থেকে প্রায় ৫০ কোটি ভারতীয় টাকা উদ্ধার হওয়া বা কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে গান্ধি মূর্তির নিচে প্রায় চার বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বঞ্চিত চাকরীপ্রার্থীদের ধরনা। অদ্ভুত ভাবেই ভোটের প্রচারে খুবই কম উঠে আসছিল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গটা। এদিকে নির্বাচন চলাকালীনই কলকাতা হাইকোর্ট এক রায় দিয়ে জানিয়ে দেয় যে ২০১৬ সালে চাকরির পরীক্ষা দিয়ে বিভিন্ন স্কুলে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে কে নিজের যোগত্যতায় চাকরি পেয়েছেন আর কারা ঘুষ দিয়ে চাকরি নিয়েছেন, তাদের আলাদা করা সম্ভব নয়। তাই ওই বছর যে প্রায় ২৬ হাজার মানুষ স্কুলের চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের সবার নিয়োগ বাতিল করে হাইকোর্ট। আর এই রায়ের ফলে পথে বসেন হাজার হাজার মানুষ। তাদের একটা বড় অংশ জড়ো হন কলকাতার শহিদ মিনারে। প্রতিবাদের সঙ্গেই চলতে থাকে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন দাখিলের প্রস্তুতি। শেষমেশ শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের রায়ের ওপরে স্থগিতাদেশ দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বেনিয়ম যে হয়েছে, ঘুষ দিয়ে যে অনেকে চাকরি পেয়েছেন, সে কথাও বলে সুপ্রিম কোর্ট। আর এই পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির দায় যে অনেকটাই তৃণমূল কংগ্রেসের ওপরেই বর্তাবে, তা টের পাওয়া যায় মানুষের কথাতেই।

তৃতীয় ফ্যাক্টর হল সিএএ। বিজেপি যেমন সন্দেশখালির নারী নির্যাতন নিয়ে প্রচার তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনই তারা আশা করেছিল যে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করার প্রায় চার বছর পরে ভোটের মুখে সেই আইনের বিধি জারি করে দিয়ে আইনটি চালু করলে তারা মতুয়া এবং বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তু ভোটের একটা বড় অংশ নিজেদের দিকে টেনে আনতে পারবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বা বিজেপির অন্য নেতারাও সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সুফল তুলে ধরার চেষ্টা করছিলেন ভোট ঘোষণার আগে থেকেই। তারা মনে করেছিলেন এই আইনটা হবে তাদের পক্ষে একটা 'গেম চেঞ্জার'।

তবে আইন যখন চালু করা হল ভোট ঘোষণার ঠিক আগে, তারপর দেখা গেল এই সিএএ-এর প্রভাব বিশেষ দেখাই যাচ্ছে না মতুয়াদের মধ্যে। কারণ আইনের বিভিন্ন ধারায় যা যা বলা হয়েছে, তার অনেকগুলিই উদ্বাস্তু এবং মতুয়াদের বড় অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি বলেই জানা যাচ্ছে। তাই যেটাকে এক সময় 'গেম চেঞ্জার' বলে তারা মনে করছিলেন, সেটা খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই খেলা বিজেপির বিপক্ষে গেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। ফলে এবার যে সব ইস্যুকে সামনে রেখে লোকসভা নির্বাচন হল তার যোগ বিয়োগ করলে বিজেপি বেশ একটু ব্যাকফুটে। আর দুর্নীতির ঘটনার মাসুল গুণতে হবে তৃণমূলকেও। ফলে যে ল্যান্ড স্লাইড ভিক্ট্রি তারা ২০২১-এ পেয়েছিল তা ২০২৪-এ আসবে না। তবে এটাও ঠিক পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির আসন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বড়ই ক্ষীণ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৭৬৮ নং এফিডেভিট বলে Bijoy Hembram S/o. Charan Hembram ও Bijay Hembram S/o. C. Hembram উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৭৭৩ নং এফিডেভিট বলে Nirmalya Pramanik S/o. Nirmal Pramanik ও Nirmalya Pramanick S/o. N. Ch. Pramanick উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৭৭৪ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Chakrabarty S/o. Gopeswar Chakrabarty ও Swapan Kr. Chakraborty S/o. Lt. G. Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫১৫ নং এফিডেভিট বলে Md Ashique Ansari S/o. Md Sagir Ansari ও Md A. Ansari S/o. Md. S. Ansari উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৭৭৬ নং এফিডেভিট বলে Snehasis Barman S/o. Nisith Kumar Barman ও Dr Snehasis Barman S/o. Nisith Kr. Barman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৫/২৪, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipak Kumar Das S/o. Manoranjan Das ও Dipak Das S/o. M. R. Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

423902202- LICI পলিসিতে আমার ডাক নাম Ashit Ghosh, S/O.- Late Niren Ch. Ghosh আছে। গত ১৯/০৪/২০২৪ ডোমকল SDEM কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Dablu Ghosh, S/O.- Niren Ghosh নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

L.I.C. এর 426375493 পলিসিতে আমার নাম আনসার আলি সেখ, পিতা- ˚ আসাদুল্লা সেখ ছিল। গত ২৯-০৫-২৪ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি আনসার সেখ পিতা আসমানি সেখ পরিচিত হলাম।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা জুন। ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ । রবি বার। দশমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী র তিরোধান দিবস। অপরা একাদশী তিথি মুহূর্ত)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বুথ রক্ষায় দিনভর ছুট দমদমের বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্রর, উঠল গো ব্যাক স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে বেড়ালেন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত। বুথ এজেন্ট কিংবা দলীয় কর্মীদের কাছে বেআইনি জমায়েত কিংবা বুথ জ্যামের অভিযোগ পেতেই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে হাজির হলেন বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত। একাধিক জায়গায় তাঁকে বুথের কাছে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। বাধা সরিয়ে বুথের কাছে যেতেই গো ব্যাক স্লোগান শুনতে হয়েছে তাঁকে। এদিন একেবারে ভোটের শেষলগ্নে অবৈধ জমায়েতের অভিযোগ পেয়ে ছুটে যান বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত। ঘটনাস্থল সোদপুর নন্দনকাননের ৬৬ ও ৬৭ নম্বর বুথ।

অভিযোগ, প্রার্থীকে বুথের কাছে যেতে বাধা দেয় তৃণমূলের প্রমিলা বাহিনী। যুবনেতা জয় সাহা দলীয় প্রার্থী শীলভদ্র দত্তকে সঙ্গে নিয়ে জোর করে বুথের দিকে এগোতেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, তৃণমূলের প্রমিলা বাহিনী শীলভদ্র দত্তকে ঘিরে ধরে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে। ঘটনাকে ঘিরে প্রার্থীর নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে তৃণমূলের লোকজনের ধস্তাধস্তি বেধে যায়। নিরাপত্তারক্ষীরা তৃণমূলের লোকজনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

এদিন বেলায় বরানগর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর এলাকায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজের ৬২ নম্বর বুথের সামনের বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্তকে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে ক্যাম্প করে বসেছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। খবর পেয়ে সেখানে হাজির হন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি দাবি করেন, ভোট ভালোই হচ্ছে। তবে কিছু জায়গায় তৃণমূল বুথ জ্যাম এবং রিগিং করার চেষ্টা করেছে।

তৃণমূলের গো ব্যাক স্লোগান নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, চোরেরা গো ব্যাক স্লোগান দিচ্ছে। এতে তাঁর কিছু যায় আসে না। শীলভদ্রের অভিযোগ, ইভিএম মেশিন বিকল রেখে ভোট ধীর গতিতে করার চক্রান্ত করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্য পুলিশ কুইক রেসপন্স টিমকে ভুল পথে ঘোরাচ্ছে। যদিও অভিযোগ পেয়ে এদিন রবীন্দ্রনগর এলাকার বুথের সামনে কুইক রেসপন্স টিম পৌঁছে বেআইনি জমায়েত হটিয়ে দেয়। এদিন সকালে দমদম কেন্দ্রের তেঘরিয়া শিক্ষায়তন হাই স্কুলের বুথে ধীর গতিতে ভোট করানোর অভিযোগ করেন বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত। তেঘরিয়া শিক্ষায়তন হাই স্কুলের বুথে গিয়ে তিনি দেখেন ইভিএম মেশিন খারাপ। অকেজো ক্যামেরাও। টানা দু'ঘণ্টা ধরে বন্ধ ভোটগ্রহণ।

বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্তের অভিযোগ, সকাল সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত দু' ঘণ্টা ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই বুথে ক্যামেরা ও ইভিএম উভয় খারাপ। অথচ কমিশনের কোনও হেলদোল নেই। তাঁর দাবি, ভোটারদের হয়রান করে দিদিমণির নির্দেশে ধীর গতিতে ভোট করার চেষ্টা চলছে। নিমতার রামপ্রসাদ নগরে ১৪১ নম্বর বুথ এজেন্টকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি বুথ জ্যাম করারও অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে হাজির হন বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত। তাঁর দাবি, বুথের ভেতরে রাজ্য পুলিশের থাকার কথা নয়। তবুও পুলিশ বুথে থাকে কী করে, প্রশ্ন শীলভদ্রের। তাঁর অভিযোগ, ওখানে ভিড় করিয়ে বুথ জ্যাম করা হচ্ছে। বিষয়টি তিনি নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছেন।

বিজেপি নেতার গাড়ি ভাঙচুর ঘোলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সহ-সভাপতি শেখ রমজান আলির গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘোলা থানার বিলকান্দা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের লেনিনগড়ের ২৩৭ নম্বর বুথের ঘটনা। শনিবার বেলা দেড়টা নাগাদ বুথ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা রমজান আলি। তাঁকে পিস্তলের বাট দিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

আক্রান্ত রমজান আলির অভিযোগ, বুথের কাছে আচমকা ৩০-৩৫ জন তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী এসে তাঁর ওপর আক্রমণ চালায়। পিস্তলের বাট দিয়ে তাঁর ডান দিকের কানের নীচে আঘাত করে। বাঁশ দিয়ে তাঁর পিঠে মারা হয়। বাঁশ, ইট দিয়ে তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। রমজান আলির দাবি, ভোট লুট করতে না পেরে ক্ষোভে ওরা হামলা চালিয়েছে। ঘটনা নিয়ে বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্তের দাবি, মানুষকে ভয় দেখিয়ে তৃণমূল ভোট লুঠের চেষ্টা করেছিল। তবুও ভয় উপেক্ষা করে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু লুঠে ব্যর্থ হয়ে ওরা তাণ্ডব চালাচ্ছে।

তাঁর দাবি, ওরা যতই তাণ্ডব করুক না কেন, তৃণমূলের পরাজয় নিশ্চিত। এদিন বরানগর বিদ্যামন্দির বয়েজ হাইস্কুলের বুথে বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্তের নির্বাচনী এজেন্ট কৌস্তভ বাগচীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলের লোকজন। শাসকদল ওই স্কুলের বুথ দখল করে ছাপ্পা মারার চেষ্টা করছে। দলীয় কর্মীদের কাছ থেকে এই অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কৌস্তভ বাগচি। তাঁকে ঘিরে ধরে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূলিরা। কৌস্তভ পালটা তাঁদের দিকে তেড়ে যান। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় বরানগর বিদ্যামন্দির বয়েজ হাই স্কুলে। কুইক রেসপন্স টিম এসে জমায়েত হটিয়ে দেয়। কৌস্তভের অভিযোগ, প্রার্থীর চিফ ইলেকশন এজেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তৃণমূলের মস্তান বাহিনী বুথে ঢুকতে বাধা দেয়। ওরা বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সেটা বানচাল হতেই ওরা ক্ষেপে গিয়েছে। যদিও বিক্ষোভকারীদের দাবি, ওই বিজেপি নেতা ভোটারদের উত্যক্ত করতে এসেছিলেন। তাঁরা এর প্রতিবাদ জানান।

সপ্তম দফায় বিজেপির কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হয়েছে: ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সপ্তম দফার শেষে নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করা হয় তৃণমূলের তরফ থেকে। আর এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে ফের আরও একবার বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ান ব্রাত্য বসু, শশী পাঁজারা। শুরুতেই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'স্বাধীনতার পরে প্রথম এত বড় নির্বাচন হল। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল যাতে সুবিধা পায় সে কারণে এসব করা হল। এরপরেও আমরা মনে করি পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফলাফল করবে। এই সপ্তম দফায় বিজেপির কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হয়েছে।'

ব্রাত্যর পাশাপাশি একই সুর শোনা যায় শশী পাঁজার গলাতেও। তিনি বলেন, 'নির্বাচনী যুদ্ধে বাংলাকে টার্গেট করা হয়েছিল।' এমনকী কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা বিগত কয়েক দফায় লাগাতার যে নানা অভিযোগ উঠেছিল এদিন তা নিয়েও সুর চড়ান শশী। বলেন, 'অদ্ভুত ভাবে বিরোধী প্রার্থীরাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। ওঁরাই বলেছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনী নির্বাচন কমিশন থাকার ফলে ভোট সুষ্ঠু ভাবে হবে।'

অন্যদিকে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বারবার ফিরে ফিরে আসে সন্দেশখালির প্রসঙ্গও। রীতিমতো আক্রমণের মেজাজে ব্রাত্য বলেন, 'সন্দেশখালির মিথ্যা চক্রান্ত প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।' একই কথা শশীরও। তিনি বলেন, 'পাত্র ফুটো হয়ে গিয়েছে এবার শুধু জল ঢালার জায়গা। পুরোটাই মিথ্যে ঘটনা মানুষ বুঝতে পেরেছে।' এরই পাশাপাশি ব্রাত্যর দাবি, 'গতবছর আমাদের প্রতিনিধিদের দিল্লি থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা থেকে বিজেপির পতন শুরু হয়েছিল। দিল্লিতে বসে থাকা জমিদারের দলের বিদায় ঘোষণা করা হল। আগামী ৪ জুন আমরা সবুজ আবির খেলব।'

সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মেয়েকে বুথের ভিতরেই হেনস্থার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রর মেয়ে রোশেনারা মিশ্রকে বুথের ভিতরই হেনস্থার অভিযোগ। শনিবার এমনই ঘটনা ঘটতে দেখা যায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মর্ডান হাইস্কুলে। অভিযোগ, রোশেনারাকে অন্যদলের তিন জন পুরুষ পোলিং এজেন্ট ক্রমাগত হেনস্থা করতে থাকেন। শেষে বাধ্য হয়ে মাটিতে বসে পড়েন তিনি। কিন্তু বুথের বাইরে যাননি রোশেনারা। এরপর সাংবাদিকদের ভিতরে প্রবেশে বাধা দেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থেকে পুলিশ আধিকারিকরা।

সূত্রে খবর, বাকি তিনজন এজেন্টের দাবি, সিপিএম নেত্রী রোশেনারা মদ খেয়ে নাকি বুথে প্রবেশ করেছেন। অথচ এই বিষয়টি পরীক্ষা করার কাজ যাঁর, সেই প্রিসাইডিং অফিসার চুপচাপ বসে থাকেন বুথের ভিতরে। এই প্রসঙ্গে রোশেনারা জানান, 'আমায় হুমকি দিচ্ছে। বসতে দিচ্ছে না। আপনারা দেখুন।' ঘটনাস্থলে পৌঁছন সায়রা হালিম। তিনি বলেন, 'আমি বারবার অভিযোগ করছিলাম আমার এজেন্টকে বসতে দেওয়া হচ্ছে না।'

নানা রঙের দিনখানি...। কলকাতার ভিন্ন জায়গার ছবিগুলি তুলেছেন অদিতি সাহা।

নগরের তাপ সপ্তমে

বরানগরে ধুন্ধুমার! আক্রান্ত সজল, হাতাহাতিতে তন্ময়ও

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার শেষ দফার নির্বাচনে সঙ্গেই বরানগরে উপনির্বাচন হয়। সেই ভোট উৎসবের বদলে অশান্তিতে পরিণত হল। কোথাও বিজেপির পার্টি অফিসে শাসকদলের হামলায় এক বিজেপি কর্মীর মাথা ফাটল আবার আক্রান্ত হন ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ নিজেও। কোথাও আবার প্রথমে ধাক্কাধাক্কি পরে হাতাহাতিতে জড়ান সিপিএম প্রার্থী। প্রতি ক্ষেত্রেই অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে।

শনিবার সকাল থেকেই বরানগর কেন্দ্রে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় বরানগরের গোপাললাল ঠাকুর এলাকায়। প্রথমে বিজেপির একটি অস্থায়ী নির্বাচনী পার্টি অফিসে শাসকদল হামলা চালায় বলেই অভিযোগ। এই ঘটনায় ওই অফিসে উপস্থিত এক বিজেপি কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। আবার অপরদিকে আলম বাজারে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের ওপরও হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে।

শনিবার শেষ দফার ভোট চলাকালীন বরানগরে বিজেপির পার্টি অফিসে ভয়ংকর হামলা চালানো হল। স্থানীয় সূত্রের খবর প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন লাঠিসোটা নিয়ে অতর্কিতে বিজেপি পার্টি অফিসে হামলা চালায়। সেই সময় পার্টি অফিসে উপস্থিত বিজেপি কর্মীদের মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের এক কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে তাঁকে তালা বন্ধ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে চলে যায় শাসকদলের দুষ্কৃতীরা। নির্বাচনী অফিসটিকে রীতিমতো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

এরপর দুষ্কৃতীরা চলে গেলে বিজেপির অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা এসে দলের আহত কর্মীদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ঘটনায় শুধু মারধরই নয়, কম্পিউটার-সহ পার্টি অফিসের একাধিক জিনিসপত্র ভাঙচুরও করে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি আলম বাজারে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শনিবার দিনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অপদার্থ বলে মন্তব্য করেন সজল ঘোষ। ওই কেন্দ্রে তিনি পুনরায় নির্বাচন দাবি করবেন কিনা সেই বিষয় নিয়েও চিন্তাভাবনা করবেন বলেই তিনি জানান। এছাড়াও এটা নির্বাচন হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন সজল। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত শাসকদলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিজেপির স্পষ্ট অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ ভোটের নামে হারার ভয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে শাসকদল। আর উপস্থিত কেন্দ্রীয় বাহিনীর অপদার্থকেই দায়ী করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে।

এদিকে, বরানগর উপ-নির্বাচনের প্রার্থী তথা বর্ষীয়ান বাম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যকে শনিবার প্রথমে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়, এরপর তাঁকে ধাক্কা মেরে ঠেলেও ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। চলে হাত ধরে টানাটানি করার মতো ঘটনাও। এদিনের এই ঘটনায় বামপ্রার্থী তন্ময়ের দাবি, বুথে বুথে গিয়ে এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। আচমকা তাঁকে সরে যেতে বলা হয়, ধমকও দেওয়া হয়। এদিকে তৃণমূলের তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হয়, ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন বাম প্রার্থী।

সূত্রে খবর, বরানগর বিধানসভা উপনির্বাচনে বরানগরের বিকেসি কলেজে এমনই ধস্তাধস্তির ঘটনা সামনে এসেছে। তিন-চারজনের সঙ্গে প্রথমে বচসা ও পরে হাতাহাতি হয় বামেদের এই বর্ষীয়ান প্রার্থীর সঙ্গে। এই ঘটনায় তন্ময় ভট্টাচার্যের দাবি, তাঁকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন তৃণমূল নেতারা। পালটা তিনিও জবাব দেন তৃণমূল নেতাদের। বলেন, 'সকাল থেকে সব বুথ পরিদর্শনে যাচ্ছি। এখানেও এসেছিলাম। এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ গো ব্যাক বলে চিৎকার করতে থাকে।' তবে তাঁর বিরুদ্ধে বুথে ভোট প্রভাবিত করার যে অভিযোগ তোলা হচ্ছিল তৃণমূলের তরফ থেকে তা উড়িয়ে দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান নেতা তন্ময় এও বলেন, 'বুথে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনও ভোটারের সঙ্গে কথা বলিনি।'

একইসঙ্গে তিনি এদিন এও দাবি করেন, পুরসভা ভোটে তৃণমূল রিগিং করে জিতেছে। এবার সেই সুযোগ পাচ্ছে না।

সবার ভোট

ধর্ম যাঁর যাঁর, গণতন্ত্র সবার।

ভোটারদের ক্ষোভে সৃজন, বিরোধীদের তির সায়নীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সপ্তম দফার ভোটদানের দিন যাদবপুর কেন্দ্রে যান সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য ভোটের পরিস্থিতি দেখতে যান বারুইপুরে। সেখানে একটি বুথে পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি দেওয়া হতে থাকে গো ব্যাক স্লোগানও। তবে এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে দেখা যায় ওই বুথের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে।

এদিকে সূত্রে খবর, শনিবার সকালেই বারুইপুরের একটি কেন্দ্র পরিদর্শনে যান যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে এত জমায়েত কেন, এই প্রশ্ন তুলতেই তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়েন সিপিএম প্রার্থী। এরপরই তাঁকে ঘিরে ওঠে গো-ব্যাক স্লোগান। এই ঘটনায় স্থানীয় ভোটারদের দাবি, শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট হচ্ছিল। সৃজন ভট্টাচার্য এসেই অশান্তি তৈরি করেন। অবশ্য সিপিএম প্রার্থীর অভিযোগ, বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে বড় জমায়েত করা হচ্ছিল। এই নিয়ে তিনি পুলিশেও অভিযোগ জানান। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ এসে জমায়েত সরানোর চেষ্টা করে। এরপরই সৃজন ভট্টাচার্যকে ঘিরে বিক্ষোভ, স্লোগান দিতে শুরু করে বিক্ষুব্ধ জনতা। তাঁকে ঘিরে তোলা হয় 'জয় বাংলা' স্লোগানও।

অন্যদিকে, ভোটের আগের রাত থেকেই দফায় দফায় অশান্তি ছড়ায় ভাঙড়ে। এরপর শনিবার ভোটের দিন ভাঙড়ের ২ এর সাতুলিয়া এলাকায় ভোট দিতে গেলে আইএসএফ কর্মী সমর্থকদরে ঘিরে ধরে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ধারাল অস্ত্র এবং বন্দুকের বাঁট দিয়ে হামলা চালান হয় বলে অভিযোগ। এই আক্রমণের সময় রেয়াত করা হয়নি মহিলাদেরও,

যাদবপুর

এমনটাই অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত হন আইএসএফ-এর দুই কর্মী। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের চিকিৎসার জন্য জিরানগাছা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তৃণমূল।

অন্যদিকে আইএসএফ ও তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায় ভাঙড়ের ফুলবাড়ি এলাকাতেও। বুথে এজেন্ট বসাতে গেলে আইএসএফ কর্মীদের ওপর আক্রমণ করার অভিযোগ ওঠে। পালটা আইএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূলও। ঘটনায় উভয়পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত। এক্ষেত্রেও ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন আইএসএফ প্রার্থী নুর আলম খান। পরে অবশ্য ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

এর আগে শুক্রবারেও অশান্তি ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই জায়গায়। এমনকি আইএসএফ প্রার্থীর গাড়িতেও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করেন আইএসএফ প্রার্থী।

এরপর শনিবার বেলা যত গড়াতে থাকে ততই বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে আসতে থাকে একের পর এক সংঘর্ষ ও অশান্তির খরব। তবে এই সমস্ত অশান্তির জন্য নাম না করে বিরোধীদেরই নিশানা করেন তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ। বলেন, 'যাঁরা এই ধরনের অশান্তি সৃষ্টির করছেন, তাঁরা বুঝতেই পারছেন যে জেতার কোনও অবকাশ নেই। ফলে অশান্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন। তৃণমূল জেতার অবস্থায় রয়েছে। মানুষ তৃণমূলের সমর্থনে বেরিয়ে আসবে এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। যাঁরা ওখানে অশান্তি করছেন, তাঁদের অনুরোধ করব, এটা রাজনৈতিক লড়াই। আপনারা বড় নেতা। আর নেতারা নেতাদের মতো কাজ করলেই ভালো। কর্মীদের হিংসার মুখে ঠেলে দেবেন না।

ডায়মন্ড হারবারে ভোট বাতিলের দাবি সেলিমের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে নির্বাচন বাতিল করার দাবি জানাল সিপিএম। নির্বাচন কমিশনের কাছে এই দাবি জানাচ্ছেন সিপিএম প্রার্থী প্রতীক উর রহমান। সপ্তম দফা নির্বাচন শেষে কলকাতায় মুজফ্‌ফর আহমদ ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানান সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বলেন, 'বিজেপির কোলে উঠে তৃণমূল আজকের ভোট করেছে।'

একইসঙ্গে তিনি এও জানান, 'কোনটা রাজ্য আর কোনটা কেন্দ্রের বাহিনী বোঝা যায়নি, কোনও তফাৎ ছিল না। নির্বাচন কমিশন কী করল? সিইও বলেছিলেন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। তার বদলে সাধারণ নির্বাচনকে পঞ্চায়েতের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হল। আর কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মতো আচরণ করল।' এদিকে শনিবার ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের বাহিনী আগে থেকেই হামলা শুরু করে। এমন একাধিক ঘটনা দেখা গিয়েছে যাদবপুরেও। প্রতিকুরের তাড়ায় একটি বুথ থেকে তৃণমূলের ভুয়ো এজেন্টকে পালাতে হয়।

এদিন সেলিম প্রশ্ন তোলেন বিজেপির ভূমিকা নিয়েও। বলেন, 'দিনভর কোথাও বিজেপির প্রার্থীদের দেখা গেল না কেন? কেউ দেখেছেন তাঁদের?' সেই সঙ্গে সিপিএম এবং কংগ্রেস কর্মীদের যৌথ প্রতিরোধের উল্লেখ করেন জোরের সঙ্গে। সেলিম বলেন, 'আমাদের প্রার্থীরা সর্বত্র ঘুরেছে। সতর্ক ছিলেন এজেন্ট, কর্মীরা। তাঁরা যে ভূমিকা পালন করেছেন তা আমাদের কাছে গর্বের।'

একইসঙ্গে সেলিম এদিন এও বলেন, 'ফর্ম ছিনতাই করে ভুয়ো পোলিং এজেন্ট হয়ে বসে গিয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসাররা না দেখার ভান করেছেন। ডায়মন্ড হারবারে মারাত্মক চেহারা নেয় এই বেনিয়ম। আর সেই কারণেই প্রার্থী নিজেই সিইওর কাছে গিয়ে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া রদ করার দাবি জানাবেন। কারণ এখানে নির্বাচন করতে দেওয়া হয়নি। প্রার্থী সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা ব্যবহার করছেন। কমিশনের সিওওর বদলে গোটা প্রক্রিয়া চালিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার। তিনি রাজ্য সরকারের আধিকারিক, মানে তৃণমূলের বশংবদ।'

ডায়মন্ড হারবারে এজেন্টকে মেরে তাড়ানো, সিসিটিভি কাজ না করা, পিস্তল নিয়ে ভয় দেখানো, ইভিএম মেশিন শাসকদলের প্রতীক ছাড়া বাকিগুলিকে ব্ল্যাক টেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, বলেছেন সেলিম। বলেন, 'রিটার্নিং অফিসার এবং পুলিশের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া এ সম্ভব না। এবার কমিশনকে সেই রিটার্নিং অফিসার রিপোর্ট দেবেন। এই রিপোর্টের কোনও মূল্য নেই। রিটার্নিং অফিসারের হ্যান্ডবুকে যে বিধি আছে মানা হয়নি। প্রহসন হয়েছে।'

ভোটের লাইনে মিঠুনকে 'চোর'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলগাছিয়ায় শনিবার সকালে ভোট দিতে দেখা যায় অভিনেতা তথা বিজেপি তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তীকে। একদম আম-নাগরিকের মতো ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে শনিবার ভোট দেন তিনি। তবে এরই মাঝে মিঠুনের একটি মন্তব্যে নড়েচড়ে বসেছে বঙ্গ রাজনীতি। এদিন তিনি হঠাৎই বলেন, '৩০ তারিখ অবধি দলের নির্দেশ মেনে কাজ করেছি। আজ থেকে আমি আমার পেশায় ঢুকছি। শুধু সিনেমার কথা বলব আর রাজনীতির কথা বলব না। আমি কোনও সময়ে দুটো কাজ একসঙ্গে করি না।' এরপরই জল্পনা শুরু বঙ্গ রাজনীতিতে।

সূত্রে খবর, শনিবার সকালে মিঠুন যখন ভোট দিতে আসেন তখনই তাঁকে ঘিরে তৃণমূলের কয়েকজন 'চোর' স্লোগান দেওয়া শুরু করে। তবে এর পালটা কোনও প্রতিক্রিয়াই দেননি বিজেপির এই নেতা তথা রুপোলি পর্দার মহাগুরু। এরপরই ভোট দিয়ে বেরিয়ে বিজেপির তারকা প্রচারক সিনেমার জগতে ফিরে যাওয়ার কথাই জানান। প্রসঙ্গত, প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে কার্যত বঙ্গে পড়ে রয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রচার করতে দেখা দিয়েছে তাঁকে।

নিজের সিনেমার ডায়লগ দিয়ে মঞ্চ কাঁপানোর পাশাপাশি দুর্নীতি ইস্যুতে বিঁধেছেন তৃণমূলকে। এবার সেই মিঠুনের মুখেই শোনা যায় রাজনীতি থেকে কিছুটা সরে থাকার কথা। এ প্রসঙ্গে কলকাতা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আগে চলে গেলেই ভালো হত। বাংলাতে যারা আসেন, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে আসুন। তা হলে তাঁরা মন্তব্য করতে পারবেন।

তাপসকে রুখতে মহিলা গো-ব্যাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ দফা ভোটের দিন দফায় দফায় বিক্ষোভের মুখে বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। সপ্তম দফার ভোট কেমন হচ্ছে তা দেখতে বেরিয়ে শনিবার চারবার গো-ব্যাক স্লোগানের মুখোমুখি হতে হয় উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়কে। সবথেকে আশ্চর্যের ঘটনা, প্রতিবারই বিক্ষোভের অগ্রভাগে থাকতে দেখা গিয়েছে মহিলাদের।

শনিবার সকালে কাশীপুরে বিক্ষোভের মুখে পড়েন কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। এরপর বেলেঘাটাতেও তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর বঙ্গবাসী কলেজেও বিক্ষোভের মুখে পড়েন তাপস রায়। এদিরে এই চারটি ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তোলেন বর্ষীয়ান বিজেপি প্রার্থী।

এদিকে সূত্রে খবর, এদিন তাপস রায়ের কাছে সকালে অভিযোগ আসে উত্তর কলকাতার কেন্দ্রের কাশীপুরের ৫৭ নম্বর বুথে বিজেপির ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ পেয়েই তিনি ঘটনাস্থলে যান। সেখানে পৌঁছতেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরেন ও বিক্ষোভ দেখান। এমনকি তাঁকে বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এরপরই তুমুল বচসা বাধে। এই ঘটনায় তাপস রায় জানান, বুথের বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী ছিলেন না। এরপরই তিনি থানায় ফোন করেন। পুলিশ আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে আসতে বলেন।

এরপরে বেলেঘাটাতেও বিক্ষোভের মুখে পড়েন তাপস রায়। তাঁর গাড়ি ঘিরে গো-ব্যাক স্লোগান দেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা। এখানেই শেষ নয়, শিয়ালদা বঙ্গবাসী কলেজের সামনেও তাপস রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সঙ্গে তোলা হয় গো ব্যাক স্লোগানও।

সপ্তম দফার ৯টি সিটই পাওয়ার দাবি ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্দর এলাকা ঘুরে দেখে এবার ভোটের ফল নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তৃণমূল কত আসন পেতে চলেছে আগামী ৪ জুনের ফলাফলে তা শনিবার জানান ফিরহাদ।

বন্দর এলাকা ঘুরে দেখার পর তিনি জানান, আমি খুবই আশাবাদী যে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট দেবেন মানুষ। এরপরই ফিরহাদ জানান, 'অভিষেক আগে ২৩ টি বলেছে। এই ৯টাও আমরাই পাব।' এরপরই আসে লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার আগে কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ রকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটানা ধ্যানে বসার প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ কটাক্ষ করে বলেন, 'মোদি প্রচুর মিথ্যা কথা বলেছেন তাই উনি ধ্যানে বসেছেন।'

একই সঙ্গে সপ্তম দফা তথা শেষ দফার নির্বাচনের দিন ভোট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বিজেপিকে নিশানা করে শনিবার বলেন, 'এরা জানে হেরে যাবে তা সত্ত্বেও মস্তানি করছে। কারণ পায়ের তলায় মাটি যে নেই সেটা চাপা দিতে এই মস্তানি। পাশাপাশি হারার বাহানা করছে। অন্যদিকে আইএসএফ ভাঙড়ে তিনদিন ধরে অশান্তি করছে।'

আইএসএফের প্রসঙ্গ টেনে ফিরহাদের প্রশ্ন, 'আইএসএফ কি বাজারে ছিল? আইএসএফ বলে কিছু নেই। যে কমিউনিটি ভরসার ওপর আইএসএফ রয়েছে, তাঁরা তৃণমূলের সঙ্গেই আছেন।'

গণতন্ত্রের উৎসবে বুথে বুথে সেলেব সমাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার রাজ্যের সপ্তম দফা তথা শেষ দফার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য সকাল থেকেই সাধারণ মানুষের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে। ঠিক একই ভাবে শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে রাজ্যের সেলিব্রিটিদের ভোটদানকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল দেখার মতো।

শনিবার দক্ষিণ কলকাতার সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভোট দিলেন ঘাটাল কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেব, অপরদিকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন অভিনেত্রী ও হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই ভাবে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোট দিলেন মিমি-নুসরত থেকে কোয়েল-শুভশ্রী, ভোট দিলেন টলি সেলিব্রিটিরা। ভোট দেন হুগলি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লোকেট চট্টোপাধ্যায়। ওইদিন সকাল সাড়ে ৮টার কিছু আগে স্ত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা বয়েজ স্কুলে ভোট দেন সস্ত্রীক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সপ্তম দফার ভোট দিতে সামিল হয়েছে টলিউড। সাধারণ মানুষের

সঙ্গে বুথে গিয়ে ভোট দিলেন অপর্ণা সেন, রঞ্জিত মল্লিক থেকে কোয়েল মল্লিক ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জনা বসু, রাজ চক্রবর্তী, মিমি চক্রবর্তী, লাভলি মৈত্র, নুসরত জাহান, ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য তারকারা। নিজেদের বুথে এদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন নুসরত জাহান থেকে মিমি চক্রবর্তী। বাবা ও মায়ের সঙ্গে ভোটদান করেন কোয়েল মল্লিক। স্ত্রী শুভশ্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন রাজ চক্রবর্তী। গণতান্ত্রিক উৎসবে মাতেন অঞ্জনা বসু, অপর্ণা সেন থেকে লাভলি মৈত্র, ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য তারকারা। এছাড়াও তারকাদের পাশাপাশি নিজেদের ভোটদান কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী শশী পাঁজা সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

সম্পাদকীয়

পর্যটনে অংশ নিয়ে স্থানীয় মানুষ বাঘ সংরক্ষণে অংশীদার হতে পারে

প্রধানমন্ত্রী প্রজেক্ট টাইগারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। ভারতে প্রজেক্ট টাইগার শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। মাত্র নয়টি টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট নিয়ে শুরু হয় এই প্রকল্প। ৫০ বছর পর এখন টাইগার রিজার্ভের সংখ্যা হলো ৫৩। উনিশ শতকের শেষে ভারতে ৪০ হাজারের মতো বাঘ ছিল। কিন্তু শিকার ও নির্বিচারে বাঘ মারার ফলে তা ভয়ংকরভাবে কমে যায়। স্পষ্টতই, এই প্রাণীটির জীবন যে ধরণের সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, তার সংরক্ষণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার কারণে, এর জনসংখ্যা এখন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উদ্বেগের পর্যায়ে সন্তোষজনক সাফল্যও পাওয়া গেছে। ২০০৬ সালে দেশে মাত্র ১৪১১ টি বাঘের উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান ছিল, এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পুনরুদ্ধার করে, ২০২২ সালের নতুন আদমশুমারিতে বাঘের সংখ্যা ৩১৬৭ পাওয়া গেছে। বিলুপ্তপ্রায় এই বন্যপ্রাণী প্রজাতির সংখ্যা গত ষোল বছরে ৭৫ শতাংশ বেড়েছে। এটা আনন্দের বিষয় কারণ পঞ্চাশ বছর আগে বাঘ সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় প্রজেক্ট টাইগার শুরু হয়েছিল, এবং তারপরও এমন পরিস্থিতি ছিল যে কয়েক বছর আগে সরিস্কার মতো অভয়ারণ্যে একটি বাঘও অবশিষ্ট ছিল না। ফলে শুরু হয় দায় চাপানোর নতুন নতুন ফন্দি। অবশ্যই সেই সাথে বাঘ বাঁচানোর জন্য একটি নতুন অভিযানও শুরু হয়, এবং পরিসংখ্যানে এখন যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে অভিযানটি অনেকাংশে সফল হয়েছে। যাইহোক, এই সাফল্যে কেউ আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়, কারণ বাঘের সংখ্যা হ্রাস করার সমস্ত কারণ কিন্ত এখনও বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে বাঘের সংখ্যা বাড়লেও প্রশ্ন উঠবে এত বাঘের জন্য বন কোথা থেকে আসবে। প্রজেক্ট টাইগার যখন শুরু হয়েছিল, তখন এর অধীনে থাকা বনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এখন অবশিষ্ট রয়েছে। বাঘের সংখ্যার তুলনায় বনভূমি না থাকলে অন্যান্য সমস্যা দেখা দেবে। বাঘের সমস্যা হল এটি খুবই নির্জন প্রাণী। প্রাপ্তবয়স্ক বাঘের জন্য মোটামুটি বড় অঞ্চল প্রয়োজন এবং অন্য বাঘকে তারা নিজের অঞ্চলে সহ্য করতে পারে না। প্রজেক্ট টাইগার যখন শুরু হয়েছিল, তখন এর একটা বাড়তি সুবিধাও বলা হয়েছিল যে এই অজুহাতে অন্তত বনাঞ্চল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এক বা অন্যভাবে, বন দখল করা যেতে থাকে এবং এই আশা বৃথা হয়ে যায়। এই চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করা যেতে পারে। এটা স্পষ্ট যে বাঘের জন্য আরও বন প্রয়োজন, একইভাবে দেশে বনের আয়তন বাড়ানোও আমাদের সুবিধার মধ্যে রয়েছে। ভারতে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি, তবু পরিকল্পিতভাবে জমি ব্যবহার করা গেলে বনের আয়তন বাড়ানো যেতে পারে। সর্বোপরি, যেখানেই জনসংখ্যা বড় কেন্দ্রগুলির দিকে অভিকর্ষের প্রবণতা দেখায়, ভারতেও এটি ঘটছে। শহর ও শহরের জমি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেখানে আরও বেশি জনসংখ্যা ভালোভাবে বসবাস করতে পারবে। বড় সমস্যা হচ্ছে চোরাশিকার, যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। বন বিভাগের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি বাঘ সংরক্ষণের সঙ্গে আশেপাশে বসবাসকারী মানুষের স্বার্থকে যুক্ত করা প্রয়োজন। স্থানীয়রা সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী হতে পারে যদি তারা পর্যটনের আয়ে অংশ নেয়। প্রকৃতির এই ভারসাম্য চক্রেরও খুবই প্রয়োজন। ভারতকে বিশ্বের 'জিন ব্যাঙ্ক' বলা হয়, ভারতে যে জীববৈচিত্র্য রয়েছে, তা বিশ্বের আর কোথাও নেই।

আনন্দকথা

পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।।
শ্রীরামকল্পতরুমূলে বসে রই —
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।
ফলে কথা কই, (ধ্বনি গো), ও ফল গ্রাহক নই;
যাব তোদের পরতিফল যে দিয়ে।।

(সমাধিমন্দিরে)

ঠাকুর এই গান গাহিতেছেন। আবার সেই 'সমাধি'! আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির! বসিয়া আছেন — ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

সোনাক্ষি সিনহা

১৯৩০ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বাবুলাল গৌরের জন্মদিন।
১৯৫৬ বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক মণিরত্নমের জন্মদিন।
১৯৮৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোনাক্ষি সিনহার জন্মদিন।

লোকনাথ ঘোষাল থেকে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

এস ডি সুব্রত

লোকনাথ ঘোষাল একদিন হয়ে উঠেন শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। কারো কারো মতে লোকনাথ বাবা ছিলেন জাতিস্মর। তিনি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার নিকটে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চৌরাশি চাকলা গ্রামে মতান্তরে কচুয়া গ্রামে ১৭৩০ সালের ৩১ শে আগস্ট বাংলা ১১৩৭ সালের ১৮ ভাদ্র জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতার নাম রামনারায়ন ঘোষাল এবং মাতার নাম কমলা দেবী। মহাজ্ঞানী গুরু ভগবান গাঙ্গুলী লোকনাথ (লোকনাথ ঘোষাল) ও বেণীমাধব (বেণীমাধব বন্দোপাধ্যায়) উভয়ের আচার্য গুরু ছিলেন।

ভগবান গাঙ্গুলী তাদের উপনয়ন কার্য সম্পন্ন করে তাদের নিয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং কালীঘাটে গুরু তাদের শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। ভগবান গাঙ্গুলী দেহ ত্যাগ করার পূর্বে বারানসীতে ত্রৈলঙ্গস্বামীর হাতে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ভার তুলে দেন। তখন লোকনাথ ব্রহ্মচারী ত্রৈলঙ্গস্বামীর কাছে যোগশিক্ষা গ্রহন করেন। এক সময় বেণীমাধব যান কামাখ্যায় এবং লোকনাথ ব্রহ্মচারী যান নারায়নগঞ্জের বারদী গ্রামে। বারদীতে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারদীর ব্রহ্মচারী হিসেবে পরিচিতি পান।

বাবা লোকনাথের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি জাতিস্মর। অন্যের মনের ভাব অবলীলায় বলে দিতে পারতেন। বারদীতে বাবা লোকনাথের সম্মান চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে সেখানকার লোভী ব্রাহ্মণসমাজ তাঁর হিংসে করে। তখন তাঁকে হত্যা করার বিভিন্ন চেষ্টা করা হয়। একবার জমিদারের ইচ্ছায় কামাখ্যা নামের এক অহংকারী কালীপূজককে বাবা লোকনাথের সিদ্ধিজ্ঞান লাভের প্রমাণ দিতে বলা হয়। কামাখ্যা বাবা লোকনাথকে কথা দেন যদি বাবা লোকনাথ সিদ্ধপুরুষ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ দিতে পারেন, তবে কামাখ্যা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। তখন বাবা লোকনাথকে কামাখ্যা এবং শিষ্যের সহায়তায় ধুতরা ফুল এবং ভয়ঙ্কর সাপের বিষ দেওয়া হয়। স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করার পর সবাই চিতা সাজিয়ে রাখেন। এমনকি তাঁকে অজ্ঞানরত অবস্থায় শোয়ানো পর্যন্ত হয়। কিন্তু মশাল হাতে নেওয়ার পরে লক্ষ্য করা যায় যে তাঁর ওপরে অবিরত ধুতরা ফুল পড়তে থাকে। কিন্তু অবাক ব্যাপার যে বাবা লোকনাথ মহাদেবের কৃপায় দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। এতে করে সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ এবং এমনকি কামাখ্যা তাঁর

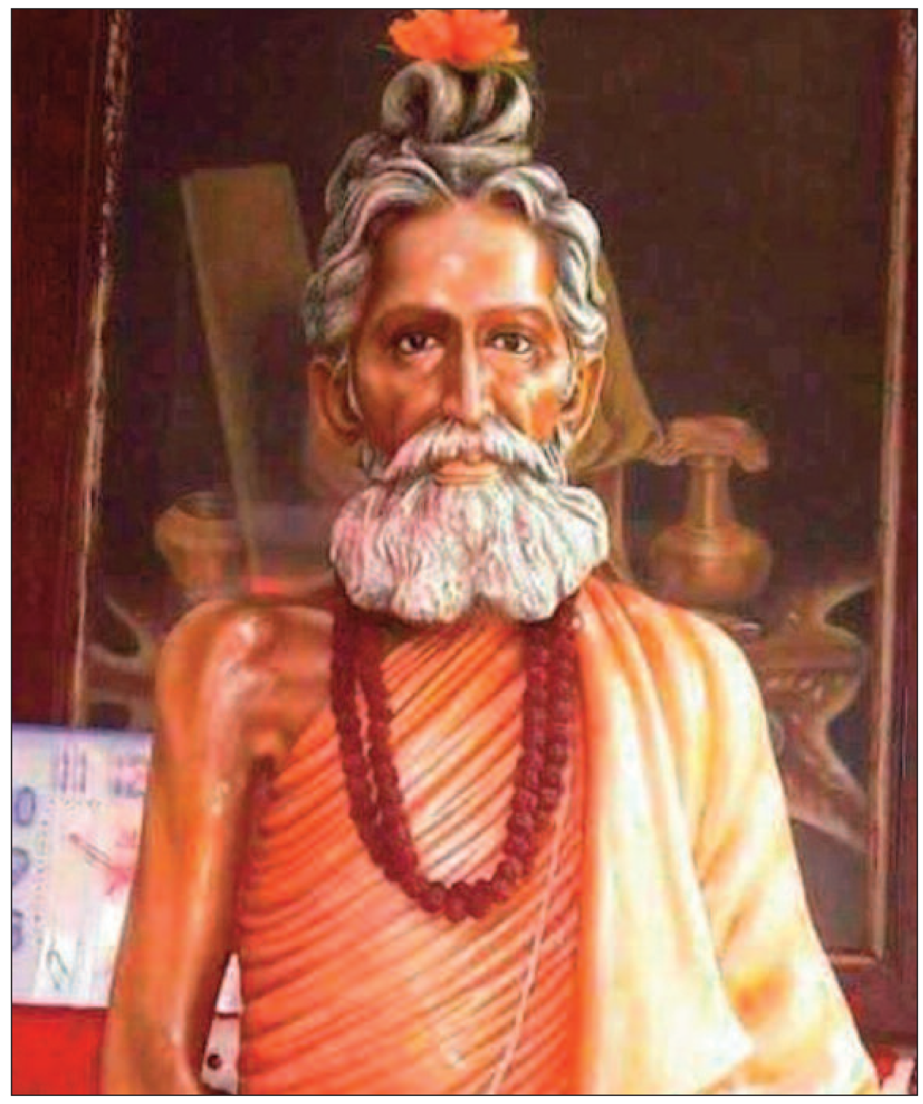

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়াও একবার বারদীর পাশের গ্রামে এক ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে রোগ ছড়িয়ে পড়লে সবাই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বাবা লোকনাথ মমতার সঙ্গে রোগীদের সুস্থ করে তোলেন। একবার কোর্টের বাইরেও ঔৎসুক জনতার ভিড়, সবাই এসেছে কঙ্কালসার এক সাধককে দেখতে, যিনি এই কেসের অন্যতম সাক্ষী। আইনি এই লড়াই চলছে বারদীর জমিদারের সঙ্গে এক ব্রহ্মচারীর, যাকে জমিদারের উচ্ছৃঙ্খল পুত্র শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করেছে। ব্রহ্মচারীর সাক্ষী হয়ে সাধক কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। জমিদার পক্ষের উকিল তাঁকে বয়স জিজ্ঞাসা করলে সাধক উত্তর দিলেন, দেড়শো বছর। সবাই অবাক। জমিদারের উকিল বিচারককে বললেন, 'ধর্মাবতার, আপনি নিশ্চই বুঝতে পারছেন এই সাধক মানসিক ভাবে সুস্থই নয়। বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মে কোনও মানুষ দেড়শো বছর বাঁচতেই পারে না। উকিল সাধকের কাছে আবার এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনি বলছেন, আপনি স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখেছেন, দেড়শো বছর বয়সে আপনার দৃষ্টিশক্তি এত পরিষ্কার যে আপনি প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে সবকিছু দেখতে পেলেন, সবাইকে চিনতেও পারলেন'!

সাধক মৃদু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আদালতের বাইরে, দূরে ঐ যে কদম গাছটি দেখা যাচ্ছে, ওর পশ্চিম দিকের মোটা ডালটায় কোনও প্রাণীকে দেখতে পাচ্ছো'? সবাই গাছটার দিকে তাকিয়ে কিচ্ছু দেখতে পেল না। সাধক হেসে ফেলে বললো, 'তোমাদের বয়স কম, দৃষ্টিশক্তিও ভালো, তবুও কিছু দেখতে পাচ্ছো না? আমি কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওই ডাল বেয়ে সারি সারি পিঁপড়ের দল উপরের দিকে উঠছে, বিশ্বাস না হলে তোমরা কাছে গিয়ে দেখে আসতে পারো'। সাধকের কথা শুনে সবাই অবাক।

বিচারপতির নির্দেশে সবাই মিলে গাছের তলায় গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে শ্রীমৎ গোস্বামী হঠাৎ দাবানলের মধ্যে আটকে গেলে লোকনাথ বাবা তাকে উদ্ধার করেন। এক সময় লোকনাথ বাবা ত্রিপুরা জেলার দাউদকান্দি গ্রামে এক বৃক্ষের নীচে অবস্থান করেন। তখন তাকে কেউ কেউ পাগল ভাবত। একবার এক অপরাধী ডেঙ্গু কর্মকার যার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা ছিল সে বাবার কাছে গেলে বাবা বললেন তুই মুক্তি পাবি। পরদিন সত্যি সত্যিই ডেঙ্গু কর্মকার খালাস পান। তখন ডেঙ্গু কর্মকারের অনুরোধে বাবা বারদী গ্রামে যান। বারদীতে বাবা কে অনেকেই পাগল ও নীচু বলে ভাবত। সেখানে একবার কয়েক জন ব্রাহ্মণ গ্রন্থি দিতে গিয়ে পৈতাতে জট লাগিয়ে ফেললে খুলতে পারছিলেন না। সেদিন লোকনাথ ব্রহ্মচারী গায়ত্রী জপ করে জট খুলে দেন। ব্রাহ্মণগণ তখন বুঝতে পারেন যে ইনি কোন মহাপুরুষ হবেন নিশ্চিতভাবেই। লোকমুখে বাবার মাহাত্ম্য প্রচার হতে থাকে।

বারদীর জমিদার নাগ মহাশয় লোকনাথ বাবার পছন্দ অনুযায়ী জমি দান করে আশ্রম করে দিলেন। ক্রমে বারদীর আশ্রম তীর্থস্থানের মর্যাদা পেল। আশ্রমে দিন দিন ভক্তদের সমাগম বাড়তে থাকে। সাধারন জনগণ থেকে শুরু করে জ্ঞানী গুণী ও রাজন্যবর্গ বাবার দর্শন ও আশীর্বাদ পেতে আসতে থাকে। ঘরে ঘরে বাবার পূজা শুরু হয়। ঘরে ঘরে যে ফটোতে বাবার পূজা হয় সে ফটো তুলেছিলেন ভাওয়াল রাজা বাবার অনুমতি নিয়ে। ১৮৯০ ইং সালের ১ জুন বাংলা ১২২৭ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৬০ বছর বয়সে লোকনাথ বাবা দেহত্যাগ করেন।

শেষ দফায় কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মোদি ম্যাজিকে পদ্মফুলই ফুটবে

প্রদীপ মারিক

নরেন্দ্র মোদীর রোড-শো ঐতিহাসিক চেহারা নেবে। বাংলার রাজনীতিতে নতুন দিনের সূচনা হবে। উত্তর কলকাতার পার্থী তাপস রায় শুধু নয় শেষ দফায় নয়টি লোকসভা ভোটেই বিজেপি এগিয়ে যাবে এটা নিশ্চিত। গণতন্ত্রের পূজারী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ যেমন পড়েন তেমন ই তিনি কোরান, বাইবেল, ত্রিপিটককেও সন্মান করেন সর্বোপরি ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকার দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সর্বার্থক প্রচেষ্টা করেন, এটাই নরেন্দ্র মোদি। তিনি যুক্তরাষ্টীয় শাসন ব্যবস্থার মর্যাদা দিতে জানেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা হল এমন একটি শাসন ব্যবস্থার যেখানে সংবিধান অনুসারে সমগ্র দেশের সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে এমন ভাবে ক্ষমতা বণ্টন হয়ে থাকে যাতে উভয় প্রকার সরকার ই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন ভাবে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করতে পারে। মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করতে চায়। কিন্তু বর্তমান আঞ্চলিক দলের রাজ্য সরকার কি সেই নীতি মেনে চলছেন? কোন রকম যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার নিয়ম শৃঙ্খলা তোয়াক্কা না করেই রাজ্যকে পরিচালনা করতে চাইছে একটা রাষ্ট্র হিসেবে। না হলে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রোড শোয়ের আগেই হঠাৎ করে ১৪৪ ধারা জারি করে দিতে হয় কলকাতায়, বঙ্গবাসী কি তোলামুল পার্টিকে এর জবাব দেবেন না। অবশ্যই দেবেন ইভিএম মেশিনে। প্রমাণ স্বরূপ রাজ্য সংগীত কি সেই ইঙ্গিত বহন করছে না? দিনের পর দিন সন্দেশখালিতে নির্যাতিতা মহিলারা যে ভাবে গর্জে উঠলেন তা দেখেও যে না দেখার ভান করেছে রাজ্যের ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক দল, তার প্রভাব যে ইভিএম মেশিনে পড়বেই এটা একবারে নিশ্চিত। রামলালা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যে সর্বধর্মের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না আঞ্চলিক দলের সরকার। রাজ্যের নৈরাজ্যের কথা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে পৌঁছে যাচ্ছে, এটা কি বঙ্গের ভালো দিক উন্মোচন করছে? জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের দাবিদার বাংলা কথাটাই যে আজ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে। মহিলাদের সম্মান এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য মোদি সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য হল মহিলা ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের সহজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের কোনো কিছু বন্ধক না রেখে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। সরকার এই ঋণের সুদও কম নেয়। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে, ব্যাঙ্কগুলির (Scheduled Commercial Banks) মাধ্যমে SC এবং ST মহিলাদের মধ্যে উদ্যোগপতি হওয়ার প্রচার করা হয়। এতে ১০ লাখ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। মহিলা কোয়ার যোজনার (Mahila Coir Yojana) অধীনে মহিলাদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে নারকেল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নারীদের জন্য দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়ে মাসিক ভাতা দেওয়ার পরই প্রকল্পের জন্য ৭৫ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয়। নারীদের তৈরি পণ্য ক্রয়ও বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পের অধীনে মহিলারা ১.৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পান। অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলা বা যাদের বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার কম তাদের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদির পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মহিলাদের সুরক্ষার জন্য ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত সময়কালের জন্য মোট ১,১৭৯.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে একছাতা প্রকল্প যেগুলো হল, জরুরীকালীন সহায়তা ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক বিজ্ঞান ল্যাবরেটরির মানোন্নয়ন, ডিএনএ নিরূপন ব্যবস্থাপনা মজবুত করা, রাজ্যের ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে সাইবার ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি, মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ, তদন্তকারীদের ও মহিলা এবং শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার মামলা যারা লড়ছেন তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, মহিলাদের জন্য হেল্প ডেস্ক এবং মানব পাচার প্রতিরোধ শাখা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। মহিলাদের জন্য আনা হল 'মহিলা সন্মানপত্র' ২ বছরের জন্য ২ লাখ টাকা রাখলে ৭.৫ শতাংশ সুদ পাবেন মহিলারা। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ২ কোটি 'লাখপতি দিদি' বানাতে চায়। দেশের মহিলারা যেন ড্রোনকে ব্যবহার করে নিজেদের আর্থিক লাভের সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন ও করতে পারে তার জন্যই 'নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প'। দেশের ১৫ হাজার স্ব-সহায়ক দলকে ড্রোন দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই ড্রোন দেওয়া হবে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের। কৃষি কাজের সুবিধার জন্য তাঁরা এই ড্রোন ভাড়ায় দিতে পারবেন কৃষকদের। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প যার নাম 'নয়ি রোশনি যোজনা' (Nai Roshni Yojana)। 'রোশনি' শব্দের অর্থ হল আলো। 'পুরুষতান্ত্রিক' সমাজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের অবস্থা যেন প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মতোই। এবার নারীদের নতুন আলোর দিশা দেখাতেই এই নতুন প্রকল্প নিয়ে এসেছে মোদী সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা চালু করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার মূল উদ্দেশ্য হল মজুরি হ্রাসের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাতে মহিলারা সন্তান জন্ম দেওয়ার পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারে। উজ্জ্বলা ২.০ প্রকল্প চালু হয়েছে। এর আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের ৭৫ লক্ষ বিনামূল্যে এলপিজি কানেকশনের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর দেশে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১০.৩৫ কোটি। লোকসভায় নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়াম পাস হওয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক থেকে কম নয়। ৪৫৬টির মধ্যে ৪৫৪টি ভোটের অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেবল একটি আইন প্রণয়নের বিজয় নয় বরং একটি সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। মোদি সরকারই বুঝেছে দেশের উন্নয়ণের জন্য সার্বাগ্রে প্রয়োজন নারীদের ক্ষমতায়ণ। অর্থ এবং সামাজিক কর্মকান্ডে তাদের সামিল করতে পারলেই দেশের উন্নতি। আর এই নারীরা লাঞ্ছিত হলে মোদির মতোই সমগ্র দেশ গর্জে ওঠে, সন্দেশখালি তার প্রমান, কারণ মোদি অন্যায় করেন না অন্যায়কারীদের ছাড়েনও না। নারীদের মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলার দায়িত্ব এনডিএ সরকারের, এটাই মোদির গ্যারান্টি। এখন দেখার মোদির উপস্থিতি, মোদির গ্যারান্টি বিজেপি প্রার্থীদের কত বেশি ভোটে জয়লাভ করাতে পারে।

লোকনাথ বাবার তিরোধান উৎসব

লোকনাথবাবা অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার অধুনা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার চৌরাসি চাকলা গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন জন্মাষ্টমীর দিন ইংরেজি ১৭৩৫ সালে। পিতা রামনারায়ণ ঘোষাল এবং কমলাদেবীর চতুর্থ সন্তান লোকনাথ। পিতা রামনারায়ণ মাত্র এগারো বছর বয়সে লোকনাথকে পাশের গ্রাম কচুয়া গ্রামের পন্ডিত ভগবান গাঙ্গুলির কাছে নিয়ে যান বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করে পুত্র যাতে বৈরাগ্যের পথে সাধনায় অগ্রসর হতে পারে এই মানসে। লোকনাথ তাঁর গুরুর সঙ্গে আবাল্য সুহৃদ বেণীমাধব সহ তপস্যার জন্য বেরিয়ে পড়েন। গুরুর একনিষ্ঠ সেবক পঁচিশ বছর তার সেবায় নিরত থাকেন। এসময় তিনি হঠ যোগ ও অন্যান্য যোগ এবং পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগ আয়ত্ত করেন। তিনি ভারতের পুণ্যক্ষেত্র নর্মদার ওঙ্কারেশ্বর, প্রভৃতি পরিভ্রমণ ও সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। জ্ঞানার্জনের পর তিনি আফগানিস্তান, ইজরায়েল, পারস্য, আরব পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করেন। মক্কাতেও তীর্থ যাত্রা করেন। তিনি পরিভ্রমণ শেষে অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার ছোট শহর বারদীতে অবস্থান করেন। সেখানে তাঁর এক ধনী শিষ্যা তাঁর অবস্থানের জন্য এক আশ্রম নির্মাণ করিয়ে দেন। তিনি তাঁর আশ্রমের পাশে কামনা

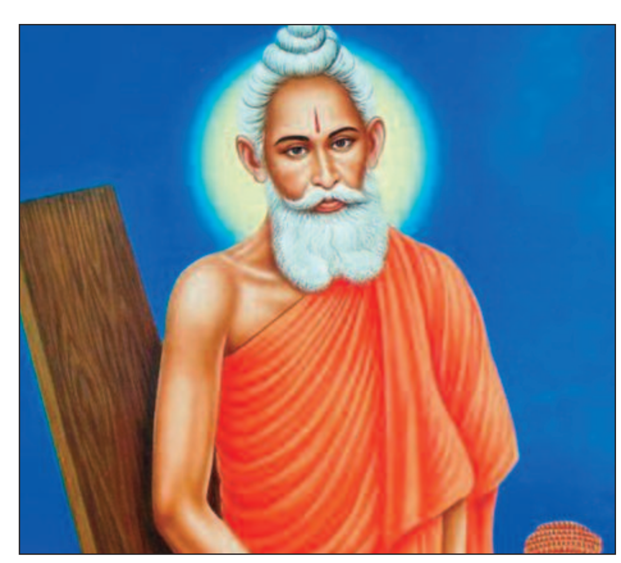

সাগর এবং জিয়স নামে দুটি পুকুর খনন করান। এই পুকুরে স্নান করলে সকল কামনা পূর্ণ হয় বলে ভক্তরা বিশ্বাস করেন। সমাধি মন্দিরের পশ্চিমে রয়েছে শতবর্ষ পুরাতন এক বকুল বৃক্ষ। এখানেই তিনি ইংরেজি ১৮৯০ সালে, বাংলার ১২৯৭ সনের ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৬০ বছর বয়সে মহাসামাধি লাভ করেন। তাঁর সমাধিস্থল ঘিরে প্রতিবছর ১৯ জ্যৈষ্ঠ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর তিরোধান উৎসব পালিত হয় বারদীতে। সাতদিন ধরে মেলা বসে। প্রতিবেশী ভারত, শ্রীলঙ্কা,নেপাল থেকে সকল ধর্মের মানুষ এই উৎসবে সামিল হন। আগত যাত্রীদের রাত্রিবাসের জন্য আশ্রমস্থলের ঠিক পিছনে দুটি বহুতল যাত্রীনিবাস রয়েছে। সেখানে যাত্রীরা বিনাশুল্কে রাত্রিযাপন করতে পারেন। লোকনাথবাবার প্রিয় ফুল হল নীল শাপলা। লোকনাথবাবাকে দেবাদিদেব মহাদেবের অংশ হিসেবে পূজা করা হয়ে থাকে। মিছরি এবং কালোজাম বাবার প্রিয় ভোগ। পশ্চিমবঙ্গে কচুয়া এবং চাকলায় মহাধূমধামের সঙ্গে এসময় বাবার উৎসব পালিত হয়। কচুয়া এবং চাকলাতে এসময় মেলা বসে এবং ভক্তরা কলকাতার গঙ্গা থেকে জল নিয়ে গিয়ে বাবার মাথায় ঢালে। বর্তমানে লোকনাথবাবা ঘরে ঘরে পূজিত।

সংকলন: সত্যব্রত কবিরাজ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অভিষেকের দম থাকলে ডায়মন্ড হারবার ছেড়ে বর্ধমান বা কলকাতায় লড়ুক : দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তৃণমূল যত হারবে বুঝতে পারছে, ততই হিংসার ঘটনা ঘটাচ্ছে। শেষ দফার ভোটেও হিংসার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার দাবি করলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

তাঁর দাবি, যতগুলো দফা নির্বাচন আগে হয়েছে, প্রত্যেকটি জায়গায় তৃণমূল পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ওপর ও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। শেষ দফা নির্বাচনেও তৃণমূল একই কাজ করছে। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে চলেছে তারা। শেষ দফা নির্বাচনেও বসিরহাটে পুলিশের অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে। বাংলার মানুষ মনস্থির করে নিয়েছেন তাঁরা ঠিক জায়গায় ভোট দেবেন। আর তৃণমূল এটা বুঝতে পেরেছে, তাই অত্যাচার শুরু করেছে।

তিনি দাবি করেন, এ বছর লোকসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষ নিজেরা নিজেদের ভোট দিতে পেরেছে। যা গত কয়েক বছর ধরে কেউ দিতে পারেনি। যারা এতদিন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের গড় বানিয়ে রেখেছিলেন সেই সমস্ত গড় এবার ভেঙে চুরমার হবে। বিজেপির বিরোধিতা করে অনেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে নালিশ করে বেড়াচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী কী খাবেন না খাবেন সেই বিষয়ে যেমন নালিশ করা হচ্ছে, আবার বাংলাতে এসে তিনি কোথায় কী খাচ্ছেন সেই বিষয়েও নালিশ করা চলছে। বিরোধীরা রাজনীতি ছেড়ে এখন নালিশ করায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নরেন্দ্র মোদি ধ্যানে বসেছেন আর সেটাকে নিয়েও রাজনীতি শুরু করেছে বিরোধীরা। নির্বাচন প্রায় শেষ আর নরেন্দ্র মোদি শক্তি সঞ্চয় করতে তিনি ধ্যানে মগ্ন হয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা নরেন্দ্র মোদির ধ্যান নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছে।

কেজরিওয়ালের উদ্দেশে তিনি জানান, ভোট শেষ হয়ে গেলেই তাঁকে তিহার জেলে যেতে হবে আর সেখানে তাঁর ওজনও বাড়বে এবং মাসাজ থেকে শুরু করে অনেক সুবিধাই তাঁকে দেওয়া হবে। তিনি দাবি করেন, শিলিগুড়ি এবং দিল্লির জল সংকট নিয়ে তিনি সমাজ মাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করেছেন যেখানে শিলিগুড়ি এবং দিল্লি দুটো জায়গাতেই পানীয় জলের পরিষেবা যে ব্যর্থ। সাধারণ মানুষ পানীয় জলটুকু পাচ্ছে না জলের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। মানুষকে পরিষেবা তারা দিতে পারছে না অথচ বিজেপির বিরোধিতা করছে।

নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে তিনি জানান, এখন অনেকেই জিতে আছে। চার তারিখের পর শুধু বিজেপি জিতবে। যার দম আছে, সে বাংলায় যেখান থেকে খুশি জিততে পারে। যার দম নেই সে গলি কা কুত্তা। যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দম থাকে তা হলে ডায়মন্ড হারবার ছেড়ে বর্ধমান বা কলকাতায় ভোটে লড়ে দেখাক। তৃণমূলের দৌড় শুধু এই রাজ্যেই। কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন রাজ্যে তারা নির্বাচনে লড়াই করতে গিয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ যা হল তা সবাই জানে। বিভিন্ন জায়গায় নব্য আর আদি তৃণমূলের মধ্যে লড়াই চলছে। আগামী চার তারিখের পর সব লড়াইয়ের দফারফা হবে। তখন আর দ্বন্দ্ব হবে না সব ভাঙাগড়া শুরু হবে।

ভোটের পরেও রাজনৈতিক উত্তাপ এখনও অব্যাহত বর্ধমান শহরজুড়ে। আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা, তারপরেই লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হবে। তাঁর মধ্যেই শনিবার সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এদিন সকালে প্রথমে বর্ধমান শহরের টাউন হল ময়দানে তিনি প্রাতর্ভ্রমণ করেন। পরে টাউনহল ময়দানে ক্রিকেট খেলেন এবং ব্যাট করেন। প্রথম প্রথম চার ছয় মারলেন, তারপরেই বোল্ড আউট হয়ে যান তিনি।

তারপর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান বর্ধমান শহরের বাদামতলা এলাকায় চৌধুরী মার্কেটের সামনে। সেখানে কর্মীদের সঙ্গে চায়ে পে চর্চায় মিলিত হন। এদিন দিলীপ ঘোষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দু'নম্বর নগর মণ্ডলের সভাপতি দিব্যেন্দু চক্রবর্তী সহ সুধীর রঞ্জন সাউ এবং অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা।

বিবিধ কারণে বন্ধ ১০ হাজার কোটি টাকার এমডিও প্রজেক্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে জামুড়িয়ার কুনুস্তরিয়া এরিয়ার পড়াশিয়া এমডিও প্রজেক্ট (মাইন ডেভেলপার এ্যান্ড অপারেটর)। ইসিএল দেশের বিভিন্ন জায়গায় কয়লা উত্তোলনের জন্য এভাবেই বেসরকারি সংস্থার হাতে ভূগর্ভস্থ খনির দায়িত্ব দিয়েছে। ঠিক সে ভাবেই এই খনির কয়লা উত্তোলনের দায়িত্ব একটা বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এলাকায় নানান সমস্যার কারণে সংস্থা ১ জুন শনিবার থেকে প্রজেক্টের কাজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। সূত্র মারফত জানা যায়, এই প্রজেক্টটি এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ ভূগর্ভস্থ খনি হিসাবে চিহ্নিত ছিল।

আর সেই কারণেই শনিবার প্রজেক্টের কয়লা উত্তোলনের কাজে লাগানো ভারী ভারী যন্ত্রাংশ অন্যত্র সরিয়ে নিতে দেখা গেল বেসরকারি সংস্থাকে। পাশাপাশি সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকদেরও ব্যাগ গুটিয়ে পায়ে হেঁটে খনি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চিত্র ধরা পড়ল এদিন। সূত্র মারফত জানা যায়, এখানের এই এমডিও প্রজেক্টটি আগামী ২৫ বছরের কাজের বরাত পেয়েছিল। এখানে প্রজেক্ট হলে এলাকার মানুষের যেমন কর্মসংস্থান হত, পাশাপাশি চাঙ্গা হত এলাকার অর্থনীতিও চাঙ্গা হত এমনটাই মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ।

যদিও হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও কী কারণে বন্ধ এই এমডিও প্রজেক্ট সে বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ বেসরকারি সংস্থা তরফে কেউ। অন্যদিকে ইসিএলের সংশ্লিষ্ট প্রজেক্টের তথা পড়াশিয়া কোলিয়ারির এজেন্ট মধুসূদন সিং জানান, প্রজেক্ট থেকে মেশিনপত্র অন্যত্র সরানো হচ্ছে এই বিষয়ে তাঁর জানা নেই। তিনি বলেন সাংবাদিকদের মুখেই তিনি শুনলেন প্রজেক্ট থেকে মেশিনপত্র অন্যত্র সরে যাচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি খোঁজখবর নেবেন। যদিও সূত্র জানা যায়, কোনও এক রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই বন্ধ হতে চলেছে এই প্রজেক্টটি।

খানাকুলের কৃষ্ণনগরের দ্বিতীয় নবদ্বীপকে ঘিরে রয়েছে নানা জনশ্রুতি

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে খানাকুলের কৃষ্ণনগরকে ঘিরে রয়েছে নানা জনশ্রুতি। খানাকুল এক নম্বর ব্লকের কৃষ্ণনগর ও রাধানগরে গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় নবদ্বীপ! কেন দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলা হয় সেই বিষয়ে নানা মতামত থাকলেও বেশ কিছু জায়গায় এখনও প্রাচীন নবদ্বীপের স্মৃতি চিহ্ন রয়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে , হুগলি জেলার খ নাকুলে কৃষ্ণনগর নামে আরও একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। তাই নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে পৃথক করার জন্য এটিকে খানাকুল-কৃষ্ণনগর বলে অভিহিত করা হয়। আঞ্চলিক ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, যাদবেন্দ্র চৌধুরী ও তাঁর পৌত্র বংশীধর চৌধুরী সপ্তদশ শতাধীতে পণ্ডিত নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে নারাণ ঠাকুরের সহায়তায় এই অঞ্চলের তিনশো গ্রাম নিয়ে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই অঞ্চল সেই সময় সমগ্র বাংলায় একটি আদর্শ স্থান বলে গণ্য হত। বংশীধর চৌধুরী খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সমাজ স্থাপনের জন্য বঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন ও পণ্ডিতদের নিয়ে এসে এই স্থানে বসবাস করান। একমাত্র নবদ্বীপ ছাড়া এত পণ্ডিত ব্যক্তি বাস বাংলায় আর কোথাও ছিল না বলে এই স্থানকে তখন দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলা হত। পাশাপাশি, ওই জায়গায় বেশ কিছু প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শনও দেখা যায়, যা তৎকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদবেন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত খানাকুল-কৃষ্ণনগরের রাধাবল্লভ জিউর মন্দিরটি প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। উঁচু ভিতে বেদির ওপর স্থাপিত, পূর্বমুখী রাধাবল্লভ মন্দিরটি একরত্ন বা এক শিখর বিশিষ্ট। বর্গাকার মন্দিরের গর্ভগৃহের উপর চারচালা শৈলীর একরত্নটি ক্রমহ্রস্বমান আকৃতিতে সরু হয়ে উঠে যাওয়ায় একরত্নে মন্দির শিল্পের এক নতুন দর্শনীয় দৃষ্টান্ত হয়েছে।

মন্দিরের সামনে ও দক্ষিণ দিকে তিনটি খিলানফু প্রবেশপথ। মন্দিরের সামনে ও দক্ষিণ দিকে অলিন্দ। মন্দিরের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৪.৯ মিটার এবং প্রস্থে ১৪.২৫ মিটার। মন্দিরের সামনের পুরো দেওয়াল জুড়ে 'টেরাকোটা' অলংকরণ বর্তমান। যদিও এই 'টেরাকোটা'য় মূর্তি অনুপস্থিত। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে অল্প 'টেরাকোটা' এবং রত্নের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকেও 'টেরাকোটা' বর্তমান। অলিন্দে রঙিন পঙ্খের কাজ দর্শনীয়। গর্ভগৃহে রাধাবল্লভ-রাধিকা ও অপর একজোড়া কৃষ্ণ-রাধিকা মূর্তি। পাশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গোপিনাথের মন্দির। এছাড়াও প্রাচীন কালী ও শিব মন্দিরও রয়েছে। স্থানীয়রা এই বিষয়ে জানান, প্রায় দিনই এই মন্দির চত্বরে সাধারণ মানুষ বহু দূর দূরান্ত থেকে রাধাবল্লভ মন্দিরটি দেখতে আসেন। হুগলির দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে এটিও একটি। এই বিষয়ে আরামবাগ মহকুমা গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক বিভাংশু দত্ত বলেন, নদিয়ার মতো ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিত ও কুলীনদের বসবাস লক্ষ্য করা গিয়েছিল খানাকুলের কৃষ্ণনগরে। তাছাড়া খানাকুলের কৃষ্ণনগরেও শাক্তদের সাধন স্থল থেকে শুরু করে শৈবদের পীঠস্থান, বৈষ্ণবদের পুণ্যক্ষেত্র দেখা গিয়েছিল। তাই ওই স্থানকে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলা হয়। সবমিলিয়ে খানাকুলের কৃষ্ণনগরে আজও দ্বিতীয় নবদ্বীপ নগরের নিদর্শন দেখে আপ্লুত হয় ইতিহাসবিদ থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীরা।

তালা ভেঙে তিনটি লক্ষ্মীর ভান্ডারের দেড় লক্ষ টাকা চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিন্দমোটর: আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন। আচমকাই ফোন যায়, 'ঘরের তালা ভাঙা।' এরপর দুর্গাপুর থেকে ছুটে আসেন দম্পতি। দেখেন তিনটি লক্ষ্মীর ভান্ডার ভেঙে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়েছে চোরের দল। হুগলির হিন্দমোটর বিবিডি রোডের ঘটনা।

এখানকার বাসিন্দা ঝুমুর দাস গত ২৬ তারিখ দুর্গাপুর যান আত্মীয়র বাড়ি। তিনি বলেন, '২৭ তারিখ নিমন্ত্রণ ছিল। তাই ২৬ তারিখ সেখানে যাই। ২৯ তারিখ আমার জামাইবাবু এসেছিলেন আম দিতে। এসে দেখেন বাইরের চাবি খোলা। তাঁর সন্দেহ হওয়ায় আমাদের ডাকাডাকি করেন। সাড়া না পেয়ে ফোন করেন। আমরা যে বাড়িতে নেই জামাইবাবু জানতেন না। এরপর ফোনে জানান ঘরের তালা ভাঙা। আমার তো কপালে হাত। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িওয়ালাকে ফোন করি।'

বাড়িওয়ালাও এসে দেখে জানান, ঘর তছনছ। এরপরই ওই দম্পতি সকাল ১০টা সাড়ে ১০টা নাগাদ বেরিয়ে পড়েন বাড়ির উদ্দেশে। ঝুমুরের কথায়, 'এসে দেখি সব তালা ভাঙা। লক্ষ্মীর ভান্ডারের যে পয়সা ছিল তাও নিয়ে চলে গিয়েছে। গত তিন বছর ধরে ৫০০ টাকা করে জমানো। ভাঙা সেগুলি। আমার কিছু গয়না, নগদ প্রায় ১ লক্ষ টাকা উধাও। আমি ব্যাঙ্কে কাজ করি সিএসপি হিসাবে। একটা টাকাও নেই।' উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ফর্ম আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ইন্টারস্টেট ইক্যুইপমেন্ট (ইন্ডিয়া) প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ৬/৭এ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭ সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বৃহস্পতিবার ৩০ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''হরিয়ানা রাজ্যে'' কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
ইন্টারস্টেট ইক্যুইপমেন্ট (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.
ঠিকানা - ৬/৭এ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭
ইন্টারস্টেট ইক্যুইপমেন্ট (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.'এর পক্ষে
স্বা/-
চেতন বদেরা
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০৭৪৯২৬৪২

ফর্ম আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ইন্টারস্টেট ডেভলপমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৬/৭এ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭ সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বৃহস্পতিবার ৩০ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''হরিয়ানা রাজ্যে'' কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
ইন্টারস্টেট ডেভলপমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি প্রা. লি.
ঠিকানা - ৬/৭এ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭
ইন্টারস্টেট ডেভলপমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি প্রা. লি.'এর পক্ষে
স্বা/-
চেতন বদেরা
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০৭৪৯২৬৪২

PUBLIC NOTICE

This is to notify all concerned that, SALAGRAM POWER AND STEEL PRIVATE LIMITED, incorporated under the Companies Act 1956, having its registered office at PS Continental, 83/2/1, Topsia Road, 4th Floor, Room No.403, Kolkata-700046, West Bengal, represented through its Directors (1) Mr. Suyash Agarwal son of Mr. Pawan Kumar Agarwal (2) Mr. Pawan Kumar Agarwal son of Late Shyamlal Agarwal, both are resident of C.A. 54, Salt Lake Sector - I, Block CA, Bidhannagar, P.O. & P.S. - Bidhannagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700064, West Bengal, have applied for taking loan from AXIS BANK against the property of 13.682 Acres Karkhana Classified land in R.S. Plot/ Dag & L.R. Plot/ Dag No. 141, 976, 208, 207, 114, 121, 122, 118, 224, 119, 111, 120, 113, 117, 116, 139, 217, 136, 148, 141/6008, 115, 206, 209, 221 & 202/6017, situated at Mouza – Mirjapur, J.L. No. 66, under L.R. Khatian No. 3873, lying and situated at P.S. & A.D.S.R. - Burdwan, District - Purba Burdwan, within the jurisdiction of Saraitikar Gram Panchayat.

Now SALAGRAM POWER AND STEEL PRIVATE LIMITED, represented through its Directors (1) Mr. Suyash Agarwal son of Mr. Pawan Kumar Agarwal (2) Mr. Pawan Kumar Agarwal declare that, below mentioned deeds i.e.

1. **Regd. Deed of Sale being No. 1934 of 1997, Execution dated 23/06/1997 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
2. **Regd. Deed of Sale being No. 2025 of 1995, Execution dated 16/10/1995 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
3. **Regd. Deed of Sale being No. 2023 of 1995, Execution dated 16/10/1995 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
4. **Regd. Deed of Sale being No. 2070 of 1995, Execution dated 20/10/1995 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
5. **Regd. Deed of Sale being No. 4136 of 2006, Execution dated 19/09/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
6. **Regd. Deed of Sale being No. 4214 of 2006, Execution dated 24/03/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
7. **Regd. Deed of Sale being No. 4135 of 2006, Execution dated 01/08/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
8 **Regd. Deed of Sale being No. 1729 of 2001, Execution dated 05/03/2001 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
9. **Regd. Deed of Sale being No. 5091 of 2009, Execution dated 26/06/2009 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
10. **Regd. Deed of Sale being No. 768 of 2000, Execution dated 04/02/2000 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
11. **Regd. Deed of Sale being No. 2050 of 1997, Execution dated 30/06/1997 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
12. **Regd. Deed of Sale being No. 2027 of 1995, Execution dated 16/10/1995 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
13. **Regd. Deed of Sale being No. 7243 of 1999, Execution dated 14/11/1999 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
14. **Regd. Deed of Sale being No. 2180 of 2000, Execution dated 03/07/2000 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
15. **Regd. Deed of Sale being No. 4316 of 1999, Execution dated 19/05/1999 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
16. **Regd. Deed of Sale being No. 2164 of 1995, Execution dated 01/11/1995 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
17. **Regd. Deed of Sale being No. 4134 of 2006, Execution dated 01/08/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
18. **Regd. Deed of Sale being No. 3403 of 2006, Execution dated 11/08/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
19. **Regd. Deed of Sale being No. 3402 of 2006, Execution dated 11/08/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
20. **Regd. Deed of Sale being No. 3399 of 2006, Execution dated 09/08/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
21. **Regd. Deed of Sale being No. 3400 of 2006, Execution dated 09/08/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
22. **Regd. Deed of Sale being No. 3398 of 2006, Execution dated 04/07/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
23. **Regd. Deed of Sale being No. 3133 of 2008, dated 26/09/2008 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
24. **Regd. Deed of Sale being No. 5545 of 2005, Execution dated 14/12/2004 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
25. **Regd. Deed of Sale being No. 107 of 2006, Execution dated 06/10/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
26. **Regd. Deed of Sale being No. 263 of 2007, Execution dated 23/02/2007 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
27. **Regd. Deed of Sale being No. 8311 of 2006, dated 13/03/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
28. **Regd. Deed of Sale Pending No. 5296 of 2006, dated 09/08/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
29. **Regd. Deed of Sale being No. 8310 of 2006, Execution dated 10/03/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
30. **Regd. Deed of Sale being No. 8309 of 2006, Execution dated 09/03/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
31. **Regd. Deed of Sale being No. 8306 of 2006, Execution dated 10/03/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan).**
32. **Regd. Deed of Sale being No. 8308 of 2006, Execution dated 09/03/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
33. **Regd. Deed of Sale being No. 8307 of 2006, Execution dated 09/03/2006 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
34. **Regd. Deed of Sale being No. 5548 of 2004, Execution dated 13/12/2004 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
35. **Regd. Deed of Sale being No. 5546 of 2005, Execution dated 14/12/2004 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
36. **Regd. Deed of Sale being No. 5189 of 2005, Execution dated 21/10/2005 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
37. **Regd. Deed of Sale being No. 1152 of 1995, Execution dated 19/04/1995 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
38. **Regd. Deed of Sale being No. 1153 of 1995, Execution dated 19/04/1995 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**
39. **Regd. Deed of Sale being No. 713 of 1995, Execution dated 08/03/1995 in the office of A.D.S.R., Burdwan.**

Which Lost from their custody and therefore SALAGRAM POWER AND STEEL PRIVATE LIMITED, represented through its Directors (1) Mr. Suyash Agarwal son of Mr. Pawan Kumar Agarwal (2) Mr. Pawan Kumar Agarwal lodge a G.D.E., being No. 1696, dated 24/05/2024 before the Topsia Police Station.

If any concern Bank, person, company, institution having any claim, objection related to the above transaction and mortgage of said property with AXIS BANK, he/she/it may kindly contact me with documents in proof thereof within 15 days from the date of publication of this advertisement in the below mentioned address, after completion of 15 days no claim whatsoever will be entertained in this matter and AXIS BANK will disburse the loan to proposed customer in this matter.

Contact to : -
Dipankar Roy, Advocate
Burdwan District Judges' Court,
Mob : 8001544768.

নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেয়ে মিষ্টি বিতরণ

সাংসদের গ্রামে খুশির বন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: শান্তিপুর ব্লকের আরবান্দি দু'নম্বর পঞ্চায়েতের আরপাড়া গ্রামের শ্রীকৃষ্ণ সরকারের বয়স বর্তমানে ষাটের কাছাকাছি। আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে মায়ের হাত ধরে দুই ভাই এবং এক বোনকে নিয়ে এদেশে আসেন। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন অনুশাসনের কারণে বাংলাদেশে না থাকতে পেরে ভারতে এসে আশ্রয় নেন বলে দাবি। বাড়ি এবং চাষবাসের জন্য কিছুটা জমি কিনে তাঁরা বসবাস করতে শুরু করেন। এরপর ভোটের কার্ড, রেশন কার্ড, ইলেকট্রিক পরবর্তীতে আধার কার্ড, এভাবেই নানান পরিচয়পত্র হলেও সম্প্রতি নাগরিকত্ব আইন পাশ হওয়ার পর তাঁরা যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় ছিলেন বলে। কিন্তু তাঁদের দাবি, ভরসা রেখেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। অনলাইন পোর্টালে আবেদনের মাত্র একমাসের মধ্যেই হাতে পেয়ে গেলেন শংসাপত্র আর তাতেই খুশি পরিবার।

শুধু তাই নয়, দুশ্চিন্তায় থাকা বাংলাদেশ থেকে আসা হাজার হাজার মানুষ এখন তাঁর স্বপ্ন সত্যি হওয়া দেখে নতুন করে নাগরিকত্ব আবেদনে আগ্রহী হচ্ছেন। শংসাপত্র হাতে পেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে একই এলাকায় বাড়ি প্রাক্তন সাংসদ এবং বর্তমান রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার সহ আরএসএস এবং বিজেপি কর্মকর্তা সহ সকল

নাগরিকদের মিষ্টি মুখ করানো হয়।

শ্রীকৃষ্ণবাবু নিজের পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য আবেদন করবেন বলে জানান। তিনি বলেন, 'নিজেরটা প্রথমে দেখে নিলাম কোনও আইনি সমস্যা বা দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি কিনা। তবে অত্যন্ত সহজ এবং আইনি কোনও জটিলতা নেই মাত্র একমাসের মধ্যেই শংসাপত্র হাতে পাব তা ভাবতেই পারিনি। সকলের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দেব আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযোগিতা করতে। কারণ এই সরকার কখনও তার নাগরিকদের সমস্যায় ফেলবে না। তবে যে দেশে বাস করব, সেই দেশের অনুমতি সহ থাকাই নিরাপদ।'

খুশিতে শ্রীকৃষ্ণবাবুর পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিবেশীদের মিষ্টি বিতরণ করা হয় এদিন। প্রতিবেশী আবেদনকারীরাও জানালেন, তাঁরাও খুশি চাক্ষুষ এই সার্টিফিকেট দেখে। কারণ নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন নাগরিকত্বের আবেদন করলে নাগরিকত্ববাদ হয়ে যাবে এমনকি বিভিন্ন কাগজপত্র সংক্রান্ত জটিলতায় ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনা থাকবে কিন্তু তা একেবারেই নয় বলে জানালেন এই পরিবারটি। শ্রীকৃষ্ণবাবুর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় ১৭ মে তারিখে অনলাইন পোর্টালে আবেদন আর তার মাত্র দশ দিনের মধ্যেই মে মাসের ২৭ তারিখ হেয়ারিংয়ে ডাকে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিসে এরপর ৩১ তারিখ শংসাপত্র হাতে পান তিনি।

সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, 'আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আপাতত এই তিন দেশ থেকে আসা নাগরিকদের খুব সহজ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই নাগরিকত্ব দেওয়া শুরু করেছে, যা অতীতে কোনও রাজনৈতিক দল ভোটের স্বার্থে করতে পারিনি। কারণ মোদিজি একমাত্র ডিজিটাল ইন্ডিয়া বানিয়েছেন, যেখানে সমস্ত তথ্য সরকারের কাছে সরাসরি থাকবে কোনও দালাল ছাড়াই। এর আগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের রেশন, ভোটের, আধার কার্ড এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা আদায় করেছে, ভোট নিয়েছে। জোর করে কত অত্যাচার করেছে, তা নাগরিকাই জানে।'

এনএইচআইটি ইস্টার্ন প্রোজেক্টস(প্রা) লি.

(ন্যাশনাল হাইওয়েস ইনফ্রা ট্রাস্টের অধীন মালিকানাধীন সংস্থা)

বালিভাসা টোল প্লাজায়
সংশোধিত ব্যবহারিক ফি (টোল) হারের বিষয়ে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
কার্যকর ০৩.০৬.২০২৪ ঘ. ০০:০০:০০: থেকে

এতদ্বারা সাধারণকে সংশ্লিষ্ট উল্লেখ্য পত্র নং১২০৪০/এনএইচএআই/পিআইইউ (কেজিপি)/২০২৩-২৪/১২৬৭ তারিখ ২৮.০৩.২০২৪-এনএইটএআই এর রিভাইসড ইউজার ফি রেটস অনুমোদন অনুযায়ী অবগত করা হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত পশ্চিমবঙ্গে বালিভাসা টোল প্লাজায় কিমি ১৬-১৩০ থেকে কিমি ৭২-২৫০ পর্যন্ত এনএইচ-৪৯ (ওল্ড এনএইচ-৬) এর চিচড়া-খড়গপুর চার লেন সেকশনের জন্য ইউজার ফি ০৩.০৬.২০২৪ তারিখ ০০.০০ ঘ. থেকে কার্যকর হবে :-

ক্রম নং	ক্যাটাগরি অব ভেহিকেল	সিঙ্গল জার্নির জন্য ফি (টা.)	একই দিনে রিটার্ন জার্নির জন্য ফি (টা.)	একমাসে ৫০ সিঙ্গল জার্নি পাশের জন্য ফি (টা.)	প্লাজা জেলায় নথিভুক্ত বাণিজ্যিক ভেহিকেলের জন্য ফি (ন্যাশনাল পারমিট অধীনে চলাচলকারী যান ব্যতীত)(টা.)
১.	কার, জিপ, ভ্যান বা এলএমভি	৯০	১৩৫	৩০১৫	৪৫
২.	এলসিভি,এলজিভি, বা মিনি বাস	১৪৫	২২০	৪৮৭০	৭৫
৩.	বাস বা ট্রাক (দুই অ্যাক্সেল)	৩০৫	৪৬০	১০২০০	১৫৫
৪.	থ্রি- অ্যাক্সেল কমার্শিয়াল ভেহিকেল	৩৩৫	৫০০	১১১৩০	১৬৫
৫.	এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অ্যাক্সেল)	৪৮০	৭২০	১৬০০০	২৪০
৬.	ওভারসাইজড ভেহিকেলস (সাত বা অধিক অ্যাক্সেল)	৫৮৫	৮৭৫	১৯৪৭৫	২৯০

দ্রষ্টব্য : টোল প্লাজা থেকে ২০ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারী মেকানিক্যাল ভেহিকেলের মালিকের মাসিক পাশের জন্য ২০২৪-২৫ সালের জন্য **৩৪০ টাকা** হারে ফি দিতে হবে, ২০০৮ সালের ন্যাশনাল হাইওয়েজ ফি (ডিটারমিনেশন অব রেটস অ্যান্ড কালেকশন) রুল এর সংস্থান অধীনে প্রতিবছর সংশোধন সাপেক্ষে।

যোগাযোগের জন্য ঠিকানা :
এনএইচআইটি ইস্টার্ন প্রোজেক্টস (প্রা) লি.
রেজিস্টার্ড অফিস: জি-৫ এবং ৬, সেক্টর -১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি-১১০০৭৫
ফোন : ০১১-২৫০৭৬৫৩৬, ফ্যাক্স : ২৫০৭৬৫৩৬, ইমেল : nhippl@nhai.org

জাতির গঠন, কেবল সড়ক নয়

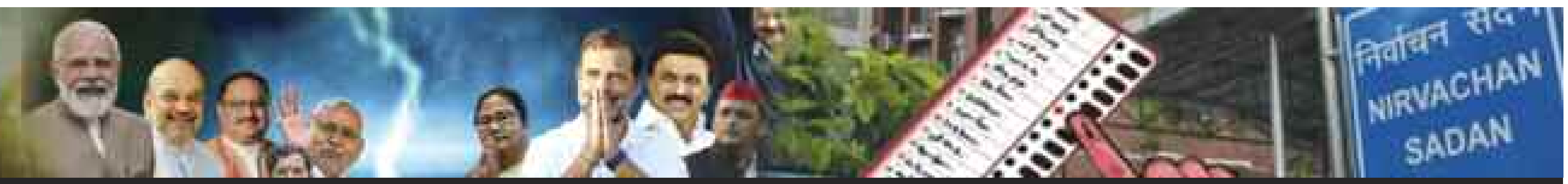

রায়দিঘির তৃণমূল বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ।

ভুয়ো এজেন্টকে হাতেনাতে পাকড়াওয়ের দাবি ডায়মন্ড হারবারের বাম প্রার্থীর।

ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ।

রক্তাক্ত সপ্তম দফা

সন্দেশখালি-অশোকনগরে তাণ্ডবের অভিযোগ শাসকের দুষ্কৃতদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত ও বসিরহাট: সপ্তম দফায় রক্ত ঝরল উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর ও সন্দেশখালিতে। বারাসত লোকসভার অশোকনগর ও বসিরহাট লোকসভার সন্দেশখালিতে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আহত পুরুষ ও মহিলাদের অনেকেই। অভিযোগ, গণতন্ত্রের এই উৎসবে শাসকদলের পক্ষ থেকে বিরোধীদের ওপর তাণ্ডব চালানো হল। তবে বিজেপি ও আইএসএফের হাত থেকে রেহাই পাননি তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

অভিযোগ, শাসকের প্রার্থীদের সহযোগী তৃণমূল ও আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি মারধর চালালো বিজেপি ও আইএসএফ সমর্থকদের ওপর। ভোটদানে বাধা দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। এদিন সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ ভোটদান শুরু হলেও সময় যত গড়িয়েছে, ততই উত্তপ্ত হয়েছে বারাসত লোকসভার অশোকনগর। বিকেলের দিকে কদম্বগাছি এলাকাতেও আইএসএফ ও তৃণমূলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। আহত হয় বেশ কয়েকজন।

এদিন সকালের পরে বারাসত লোকসভার অশোকনগর বিধানসভার শ্রীকৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের নাদুরিয়া গ্রামের দু'নম্বর বুথে আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা তৃণমূল কর্মী হাবিবুল মোল্লাকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, মাঠ থেকে গোরুর ঘাস কেটে বাড়ি ফিরছিলেন, তখনই আইএসএফ কর্মীরা রাস্তায় ঘিরে ধরে মারধর করেন ওই তৃণমূলিকে। এরপরেই উত্তপ্ত হয় অশোকনগর বিধানসভার বিভিন্ন ক্ষেত্র। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিজেপি ও আইএসএফ সমর্থকদের ভোট দিতে বাধা দেয়। শুরু হয় মারপিট, ইটবৃষ্টি, গাড়ি, বাড়ি ভাঙচুর। বিরোধীদের নাস্তানাবুদ করে দেয় শাসকদলের কর্মী সমর্থকরা। এছাড়া দেগঙ্গা, বারাসত, হাবড়া, মধ্যমগ্রাম, রাজারহাট, বিধাননগর বিধানসভায় বিক্ষিপ্ত কিছু গণ্ডগোল হলেও মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভোটদান হয় বলে দাবি।

বিভিন্ন বুথে এজেন্টদের বসতে বাধা, বুথ জ্যাম সহ নানাবিধ অভিযোগ পেয়ে বারাসত লোকসভার বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার ও আইএসএফ প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বুথে গেলে তাঁদের উদ্দেশে গোব্যাক স্লোগান দেয় তৃণমূল। উত্তেজনা ছড়ায় বুথগুলিতে। বসিরহাট লোকসভার সন্দেশখালি সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ ভোট হলেও সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭৭ নম্বর বুথের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মণিকা মণ্ডল ও তাঁর স্বামী রামকৃষ্ণ মণ্ডলকে রিভলভারের বাঁট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে খুলনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এরপরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। অভিযোগ, বিজেপি কর্মীদের ওপর চড়াও হয় তৃণমূল ও তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ব্যাপক মারধর করে শাসকদলের কর্মী সমর্থকেরা। অভিযোগ পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন। এরপরেই বিজেপি পুরুষ ও মহিলারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অভিযোগ, পুলিশ তাদের ওপর চড়াও হয়। ফলে উত্তেজনা বাড়ে। বাসন্তী রোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পাকড়াও 'ভুয়ো' এজেন্ট, অভিজিৎকে ঘিরে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মথুরাপুর ও ডায়মন্ড হারবার: অশান্তি এড়ানো গেল না সপ্তম তথা শেষ দফার নির্বাচনেও। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর ও ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে সারাদিন ধরেই বিক্ষিপ্ত বেশ কিছু অশান্তির ঘটনা ঘটলেও মোটের ওপর নির্বিঘ্নে মিটল ভোট।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে মথুরাপুরের পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, কুলপি, মথুরাপুর, মন্দির বাজার ও রায়দিঘি এলাকায় সকাল ৭টা থেকেই প্রতিটি বুথে ভোট শুরু হয়। তবে এবারে ভোটকেন্দ্রের সামনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা পাওয়া যায়নি। প্রত্যেকেই হালকা মেজাজে এসে সুষ্ঠু ভাবে ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বয়স্ক ও অসুস্থ ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে সাহায্য করেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। প্রতিটি বুথে বসানো হয়েছিল ওয়েব ক্যামেরা। বুথের সামনে রাস্তায় ও ঢোকার মুখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ছিল কড়া টহলদারি। প্রতিটি ভোটারের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার পর তবেই ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়।

১০০ মিটারের মধ্যে মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। কিছু বুথে ইভিএমের সমস্যার কারণে ভোট প্রক্রিয়া বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়। পরে নতুন ইভিএম বসিয়ে আবার ভোট চালু হয়। এদিন সকাল ৭টা থেকে বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে ভোট বয়কট শুরু করে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের রায়দিঘি বিধানসভার কাশিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্জুনতলা গ্রামের বাসিন্দারা। এই গ্রামের ১১১ নম্বর বুথে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ১ হাজারের কাছাকাছি। তাঁরা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে ভোট দিতে যাননি। ভোট বয়কটের খবর পেয়ে গ্রামে পৌঁছন জেলা পরিষদের সদস্য তথা মথুরাপুর ২ নং ব্লকের যুব সভাপতি উদয় হালদার। গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন।

তবে বাসিন্দারা নিজেদের দাবিতে অনড় থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইত। গ্রামবাসীরা তাঁকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিজেপি প্রার্থী তাঁদের অভিযোগ শুনে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন। এরপর ঘটনাস্থলে আসেন রায়দিঘির বিধায়ক ডা অলক জলদাতা। তাঁকে ঘিরেও জোরালো বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। তবে বিধায়ক রাস্তা মেরামতের প্রতিশ্রুতি দেন। বিষয়টি ব্লক প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসনের নজরেও আনেন তিনি। পাশাপাশি প্রিসাইডিং অফিসারের পক্ষ থেকে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়।

ঘণ্টাচারেক বন্ধ থাকার পরও কোনও ভাবেই ভোটপর্ব চালু করা সম্ভব হয়নি। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কুলপি বিধানসভার গাজিপুর পঞ্চায়েতের ছামনাবুনির ৯১ নম্বর বুথে বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদেরকে বুথে ভোট দিতে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বুথে যাওয়ার রাস্তায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা লাঠিসোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় ভয়ে কেউ বুথে যেতে পারছেন না বলে অভিযোগ। বিষয়টি বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের পক্ষ থেকে পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে কোনও সুরাহা মিলছে না। যদিও বিরোধীদের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা মিলিয়ে ভোট পড়ে পরিমাণ ৭৪.১৩ শতাংশ।

অন্যদিকে শনিবার সকাল থেকে বেশ কয়েকবার বিক্ষোভের মুখে পড়লেন ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস (ববি)। ছাপ্পা ও বুথ জ্যামের অভিযোগ উঠতেই ডায়মন্ড হারবারের বুথে বুথে ঘুরছিলেন তিনি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দফায় দফায় বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। ফলতার দিঘিরপাড় বাজারে পৌঁছতেই আটকে দেওয়া হয় বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি। টানা ঘণ্টা দেড়েক সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাঁর। পরে কিউআরটি টিমের হস্তক্ষেপে প্রার্থীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ফের ফলতায় বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। তাঁকে ঘিরে গোব্যাক স্লোগান ওঠে। ঝাঁটা-জুতো নিয়ে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মহিলারা।

তাঁরা বলতে থাকেন, 'আমরা ১০০ দিনের টাকা চাই। এখানে তো শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট হচ্ছে, ওঁরা কেন আসবেন?' তবে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের দাবি, 'এই এলাকাগুলোতে পঞ্চায়েত ভোটে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারেননি। ছাপ্পা ভোট দিয়েই তৃণমূল জিতে আসছে। আর গোটা এলাকাজুড়ে ভাইপো বাহিনী মস্তানি করে চলেছে। এবারেও ছাপ্পা দিচ্ছিল। ছাপ্পা ভোট বন্ধ করতেই ফলতায় এসেছিলাম।'

তিনি আরও বলেন, 'ফলতা জুড়ে বিভিন্ন বুথে প্রিসাইডিং অফিসারদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে চাকরি চলে যাবে। এভাবেই অভিষেক এখানে জিতছে, আর বলছে ৩-৪ লক্ষ ভোটে জিতছি।' এদিন ডায়মন্ড হারবারের আটকৃষ্ণরামপুরে সিপিএম এজেন্ট বিশ্বনাথ বাগের বদলে তৃণমূলের বিশ্বনাথ নস্করের বসে থাকার অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নজরে আসতেই পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। তারপর হাতেনাতে তাঁকে ধরতে যান বাম প্রার্থী প্রতিকুর রহমান। সেই হাত ছাড়িয়েই পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। এই বিষয়ে প্রতিকুর রহমান বলেন, 'আমি ভিতরে ঢুকতেই ও বলছে আপনি কে? পালটা আমি বলি আপনি আমার এজেন্ট আর আমায় চেনেন না? কোনও উত্তর দিতে পারছে না। ও এলাকায় তৃণমূল করে। এটাই ডায়মন্ড হারবার মডেল। এই ভাবে ভোট করায় অভিষেক আর ওঁর চেলারা। মানুষের ভোটাধিকার এরা কেড়ে নিচ্ছে।' এদিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ৭২.৮৭ শতাংশ।

আইসিডিএস কর্মীদের নিয়ে তৃণমূলের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: শনিবার পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হল আইসিডিএস কর্মীদের বৈঠক। এদিন সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকটি হয় বাঁকোলা সুভাষ কলোনির কলরব হলে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অনুভা চক্রবর্তী, দলের পাণ্ডবেশ্বর ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নামে যারা পাণ্ডবেশ্বরের আইসিডিএস ও আশা কর্মীদের ভুল বুঝিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং অশান্ত করছে পাণ্ডবেশ্বরকে, তাই আজ আইসিডিএস ও আশা কর্মী দিদিদের ডেকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেওয়া হল, তাদের সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে খবরও নেওয়া হল এদিন।'

এদিন ব্লকের সমস্ত আইসিডিএস সেন্টারগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন, পড়াশোনার ও খাবারের মান বৃদ্ধি সহ আইসিডিএস কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধা, অভাব অভিযোগ নিয়েও এদিন আলোচনা হয় বলে জানান কিরিটিবাবু। এদিনের বৈঠকে ব্লকের প্রায় সাড়ে চারশো জন আশাকর্মী ও আইসিডিএস কর্মী যোগ দিয়েছিলেন বলে দলের সূত্রে জানানো হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া আইসিডিএস কর্মী গোপা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নামে যাঁরা আইসিডিএস কর্মীদের নিয়ে লড়াই করছেন, তারা তাঁদের সঙ্গে নেই, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এদিন তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা শুনলেন এবং আগামী দিনে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।'

বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ের সঙ্গে যাত্রীবাহী অটোর সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: দেগঙ্গায় বেড়াচাঁপা-হাড়োয়া রোডে হাদিপুর গড় এলাকায় বারাসত লোকসভার বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের কনভয়ের সঙ্গে যাত্রীবাহী অটোর সংঘর্ষ আহত চারজন। এলাকায় উত্তেজনা। লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আহতরা ভর্তি বিশ্বনাথপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীবোঝাই অটোটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি সহ কনভয় প্রচণ্ড গতিতে যাচ্ছিল। তার মধ্যে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই অটোটে ধাক্কা দেয়। গাড়ির গতি এতটাই ছিল যে গাড়ির ধাক্কায় একটি বিদ্যুৎখুঁটি ভেঙে যায়। অভিযোগ পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে ঘাতক গাড়িটিকে বের করে নিয়ে গেলেও আহতরা বেশ কিছুক্ষণ পড়ে থাকার পর তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অমানবিক ঘটনায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আহতদের বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে প্রশ্ন উঠছে যে ডিজেল অটোটি রাস্তায় যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল সেই ধরনের অটো অনেক আগেই রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তর থেকে বাতিল করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে অটোটি কী করে যাত্রী বহন করছে সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে বর্ধমান শহরের রথতলা ব্রিজের কাছে লিংক রোডে। মৃত ব্যক্তির নাম ভরত মণ্ডল (৪৯) তাঁর বাড়ি রথতলার আমবাগান এলাকায়। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালে তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। রথতলা ব্রিজের কাছে লিংক রোডে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে পরে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হলে পরিবারের তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

গুলিকাণ্ডে চার দিনের পুলিশি হেপাজত অভিযুক্ত জয়দেবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: গুলিকাণ্ডে ধৃত অভিযুক্ত কয়লা মাফিয়া জয়দেব মণ্ডলকে চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিলেন আসানসোল আদালতের বিচারক। শনিবার তাকে গ্রেপ্তার করে আসানসোল আদালতে পেশ করে সিআইডি। জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখে আসানসোলে ব্যবসায়ীর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় জয়দেব মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজনের নামে অভিযোগ করেছিলেন ব্যবসায়ী দীনেশ গড়াই। এই মামলায় মূল অভিযুক্ত জয়দেব মণ্ডলকে খুঁজে পাচ্ছিল না সিআইডি। প্রসঙ্গত, একুশে মে আসানসোল সিবিআই আদালতে কয়লা পাচার মামলায় চিকিৎসার কারণ দেখিয়ে অনুপস্থিত ছিলেন জয়দেব মণ্ডল। সেইদিন সিবিআই আদালতে সিআইডি গিয়েছিল জয়দেব মণ্ডলকে খোঁজার জন্য গিয়েছিল। শেষমেশ এদিন জয়দেব মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে আসানসোল আদালতে পেশ করলে বিচারক চার দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

চিত্তরঞ্জনের কস্তুরবা গান্ধি হাসপাতালে কর্মীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: চিত্তরঞ্জনের কস্তুরবা গান্ধি হাসপাতালের প্যাথলজি রুমের ভেতর থেকে এক কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কর্মীর নাম কৃষ্ণ মুরারি সিং (৫৯)। তিনি এই হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের একজন কর্মী। সামনের জুলাই মাসেই চাকরি থেকে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল। শুক্রবার রাতে দু'জন রোগীকে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজনে তিনি হাসপাতালেই ছিলেন। অন্যদিনের মতো শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় কাজ সেরে তিনি বাড়ি ফিরে যান। পরে পরিবারের লোককে জানান জরুরি কাজে তাঁকে আবার হাসপাতালে যেতে হবে এরপর রাত আটটা নাগাদ পুনরায় হাসপাতালে যান। গভীর রাত পর্যন্ত তিনি বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাঁকে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি বলে দাবি। পরিবারের দাবি, রাতেই বাড়ির লোকজন হাসপাতালে গিয়ে দেখেন প্যাথলজি রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এরপর শনিবার সকালে এসেও পরিবারের লোকজন দেখেন প্যাথলজি রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর হাসপাতালের ভেতরের অন্য রুম দিয়ে প্যাথলজি বিভাগের দরজা খুলে তাঁরা ভেতরে ঢুকে দেখেন অচৈতন্য অবস্থায় মেঝেতে কৃষ্ণ মুরারিবাবু পড়ে আছেন। অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বলে অনুমান করতে পারেন। জানা গিয়েছে, প্যাথলজি রুমের চাবি কৃষ্ণ মুরারিবাবুর কাছেই থাকে। সেই চাবি খুলেই সম্ভবত রাতে তিনি সেখানে ঢোকেন এবং তারপর এই অঘটন ঘটে। তিনি সম্ভবত আত্মঘাতী হয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রের অনুমান। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর বড় ছেলে ক্যান্সার আক্রান্ত। আর একটি ছেলে বাইরে চাকরি করেন। বেশ কিছুদিন ধরে কৃষ্ণ মুরারিবাবু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত মানসিক অবসাদের কারণেই তিনি চূড়ান্ত পরিণতির পথ বেছে নিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। দেহের ময়নাতদন্তের পর পরিষ্কার হবে কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হল।

পশু প্রেমের পরিচয় দিলেন আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পশু প্রেমের পরিচয় দিলেন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগ। এই কেন্দ্রের ভোট ইতিমধ্যে ২০ শেষ হয়েছে। তারপর থেকেই তাঁকে বিভিন্ন মানবিক কাজ করতে দেখা যায়। এদিন তিনি রীতিমতো বন দপ্তরে খবর দিয়ে আহত একটি হনুমানকে উদ্ধার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

জানা গিয়েছে, আরামবাগ মহকুমার গোঘাট বিধানসভার হাজিপুর অঞ্চলের হাটতলায় একটি হনুমান অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ হনুমানটিকে প্রথমে দেখেন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগ। তিনি তৎপরতার সঙ্গে হনুমানটিকে রাস্তার পাশে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। তারপর তা দেখে এগিয়ে আসে এলাকার মানুষ। তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী এরপর খবর দেন আরামবাগের বন বিভাগে। খবর পেয়েই বন বিভাগের একটি উদ্ধারকারী দল গিয়ে অসুস্থ হনুমানটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। শুরু হয় অসুস্থ হনুমানটির চিকিৎসা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোঘাটের হাজিপুরের হাটতলা সংলগ্ন এলাকায় একটি হনুমানের দল রাজ্য সড়ক পার হওয়ার সময় হঠাৎ একটি চারচাকা গাড়ি একটি হনুমানকে ধাক্কা মারে। তারপরই সেখান থেকে পালিয়ে যায় গাড়িটি। আহত হনুমানটি সেখানেই রাস্তার পাশে বসে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। তার কোমরে আঘাত লাগে এবং রক্ত বের হতে থাকে। তারপর সেখানে হাজির হয় আহত হনুমানের সঙ্গীরা। হনুমানের সংখ্যা এতটাই বেড়ে যায় তার ফলে কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাজ্য সড়ক। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল।

বনদপ্তরের কর্মীরা আহত হনুমানকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে হনুমানের দল কিছুটা শান্ত হয়। পরে সেখান থেকে চলে যায়। প্রথমে হনুমানটিকে গোঘাট বিএলডিও দপ্তরে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। তারপর আরামবাগ চাঁদুর ফরেস্টে আনা হয়। এই বিষয়ে আরামবাগ রেঞ্জের ফরেস্ট অফিসার আসরাফুল ইসলাম জানান, হাজিপুরের হাটতলা থেকে উদ্ধার হয়। বন দপ্তরের উদ্ধারকারী দল যায়। চাঁদুর ফরেস্টে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা রয়েছে। সুস্থ হলে নির্দিষ্ট সুরক্ষিত জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হবে।

আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগ বলেন, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। আহত অবস্থায় হনুমানটি পড়েছিল। তারপর গোঘাট থানায় ও বন দপ্তরে খবর দিই। তারা এসে উদ্ধার করে। আসলে জীব সেবাই শিব সেবা। সেই মতো কাজ করলাম।'

আত্মঘাতী ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জগন্নাথবাটি এলাকার ঘটনা। মৃত ব্যক্তির নাম নীলকান্ত সরকার (৩৬)। পেশায় তিনি একজন কৃষক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পাশের বাড়িতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের লোকেরা। এরপরই পরিবারের তরফে খবর দেওয়া হয় বালুরঘাট থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। কী কারণে এই আত্মহত্যা তা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন পরিবারের লোকেরা।

বৈঠকের পরই বুথফেরত সমীক্ষার চর্চায় বসল কংগ্রেস

২৯৫ কেন্দ্রে জয়ের দাবি খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১ জুন: 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকের পরে বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত বদলাল কংগ্রেস। শনিবার বিকেলে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের দিল্লির বাড়িতে বিজেপি বিরোধী জোটের নেতাদের ঘরোয়া বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, শনিবার লোকসভা ভোটপর্ব শেষে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বুথফেরত সমীক্ষা সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নেবেন 'ইন্ডিয়া'র সহযোগী দলগুলির প্রতিনিধিরা। কংগ্রেস নেতা তথা এআইসিসির মিডিয়া সংক্রান্ত শাখার ভারপ্রাপ্ত পদাধিকারী পবন খেড়া এ কথা জানান।

খাড়গের বাড়িতে শনিবারের বৈঠকে কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধি, রাহুল, প্রিয়াঙ্কার পাশাপাশি এনসিপি (শরদ) সভাপতি শরদ পাওয়ার, আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, আরজেডির তেজস্বী যাদব, সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুক আবদুল্লা, সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআই সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, জেএমএম নেত্রী কল্পনা সোরেনের মতো জোটের প্রথম সারির নেতানেত্রীরা হাজির ছিলেন। ডিএমকের তরফে ছিলেন টিআর বালু। কিন্তু তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি বৈঠকে যাননি।

কংগ্রেসের একটি সূত্র জানাচ্ছে, লোকসভা ভোটে আসন জয়ের বিষয়ে কোন দলের কাছে কী 'তথ্য' রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে শনিবারের বৈঠকে। সেই সঙ্গে আলোচ্য বিষয় ছিল ৪ জুনের ভোটগণনার দিনের প্রস্তুতি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাড়গে বলেন, 'জোটের সব নেতার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে তথ্য পেয়েছি, তা থেকে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি 'ইন্ডিয়া' কম করে ২৯৫টি আসনে জিতবে। এর চেয়ে কম হবে না, বরং বেশিই হবে।' ভোটগণনা নিয়ে কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবিতে রবিবার 'ইন্ডিয়া'র প্রতিনিধিরা নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে যাবেন বলেও জানান তিনি। প্রসঙ্গত, শুক্রবার পবনই জানিয়েছিলেন, কোনও টিভি চ্যানেলে বুথফেরত সমীক্ষা সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নেবেন না তাঁদের দলের প্রতিনিধিরা। এক্স হ্যান্ডল পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, 'বুথফেরত সমীক্ষায় অংশ না নেওয়ার কারণ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য; ভোটদাতারা তাঁদের ভোট দিয়েছেন এবং তাঁদের রায় নিশ্চিত হয়েছে। গণনার ফল প্রকাশিত হবে ৪ জুন। তার আগে, আমরা টিভি চ্যানেলের টিআরপির জন্য জল্পনা-কল্পনা এবং দ্বৈরথে লিপ্ত হওয়ার কোনও কারণ দেখছি না। তাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে কোনও বিতর্কে অংশ নেবে না।'

কিন্তু খাড়গের বাড়িতে বৈঠক শেষের পরেই সুর বদলে তাঁর এক্স পোস্ট; 'বুথফেরত সমীক্ষায় অংশ নেওয়ার পক্ষে এবং বিপক্ষে কারণগুলি বিবেচনা করার পরে, সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সমস্ত 'ইন্ডিয়া'র দল টেলিভিশনে এগজিট পোল বিতর্কে অংশ নেবে।' রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সাত দফার লোকসভা ভোটপর্বের আগে বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় এনডিএর জয়ের হ্যাটট্রিকের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষাতেও তেমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হতে পারে, সেই আশঙ্কায় বিতর্ক এড়াতে চেয়েছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

কিন্তু শনিবারের বৈঠকে অধিকাংশ সহযোগী দল সেই প্রস্তাব মানতে চায়নি। সাম্প্রতিক কালে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি দেশের বেশ কিছু টিভি চ্যানেলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ ও জনমত প্রকাশের অভিযোগ তুলেছে। এমনকি, সঞ্চালকদের একাংশের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র তরফে। গত বছর সেপ্টেম্বরে পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের ১৪ জন টেলিভিশন সঞ্চালককে 'বয়কট' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল 'ইন্ডিয়া'। সে সময় খেড়া বলেছিলেন, 'প্রতি সন্ধ্যায় ওই সঞ্চালকেরা ঘৃণার দোকান খুলে বসেন।'

তিনশোর বেশি আসনে এবার জয় পাবে ইন্ডিয়া জোট

পাটনা, ১ জুন: শনিবার শেষদফা নির্বাচনে বিহারের ৮ আসনে চলছে ভোট গ্রহণ। যার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য আসন পাটনা সাহিব। শনিবার দাদা তেজপ্রতাপকে সঙ্গে নিয়ে এই কেন্দ্রে ভোট দিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। কোমরে ব্যাথার কারণে এদিন হুইল চেয়ারে বসে ভোট দেন তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমকে বার্তা দিলেন তিনশোর বেশি আসনে এবার জয় পেতে চলেছে ইন্ডিয়া জোট।

এদিন সকালে এই কেন্দ্রে ভোট দিতে যান লালুপ্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা। এর পর ভাই তেজপ্রতাপকে সঙ্গে নিয়ে ভোট কেন্দ্রে হাজির হন তেজস্বী। গাড়ি থেকে নেমে হুইল চেয়ারে বসে ভোট কেন্দ্রে পৌঁছন তিনি। এরপর কার্যত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে দেখা যায় তাঁকে। ভোটদানের পর বাইরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী বলেন, 'নিশ্চিত থাকুন ইন্ডিয়া জোটই এবার সরকার গঠন করতে চলেছে। ৩০০ আসনের বেশি পেতে চলেছে জোট।' শুধু তাই নয় বিহারেও এবার বিরোধী শিবির দারুন ফল করতে চলেছে বলে দাবি আরজেডির শীর্ষ নেতার।

উল্লেখ্য, টানা নির্বাচনী প্রচারের মাঝেই কোমরে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন তেজস্বী যাদব। তবে কোমরের ব্যাথাকে কার্যত ফুঁৎকারে উড়িয়ে লাগাতার নির্বাচনী প্রচার চালান লালুপুত্র। এমনকী এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, বিজেপিকে গদিচ্যুত না করা পর্যন্ত থামবেন না তিনি। ওই অবস্থাতেই বিহার তো বটেই গোটা দেশজুড়ে ২৫১ টি জনসভা করেছেন তেজস্বী। ওই অবস্থাতেই এবার হুইল চেয়ারে বসে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভোট দিতে দেখা গেল তাঁকে।

ভোট দিয়ে দাবি তেজস্বীর

পাশাপাশি এদিন ভোটদানের পর তেজপ্রতাপ জানান, 'মোদি যে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন সব মিথ্যে প্রমাণ হয়েছে। ইন্ডিয়া জোট দেশে সরকার গঠন করতে চলেছে।' আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে সুর চড়িয়ে লালুপ্রসাদের স্ত্রী রাবড়ি দেবী জানান, 'এবার এনডিএ নয় ৪০০-এর বেশি আসন পাবে ইন্ডিয়া জোট।'

প্যারিস অলিম্পিকে হামলার ছক, গ্রেপ্তার আইএস জঙ্গি

মস্কো, ১ জুন: অলিম্পিক শুরু হতে বাকি মাত্র ৮ সপ্তাহ। তার মধ্যেই ফ্রান্স থেকে আটক হল আইএস জঙ্গি! জানা গিয়েছে, প্যারিসে আয়োজিত অলিম্পিকের বেশ কয়েকটি ফুটবল ম্যাচে হামলার ছক ছিল ওই জঙ্গির। উল্লেখ্য, ইউরোপে নাশকতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট। সেই আতঙ্কের মধ্যেই ফ্রান্স থেকে গ্রেপ্তার হল এক জঙ্গি।

প্যারিস অলিম্পিক শুরু হওয়ার আগেই নিজেদের ইসলামিক স্টেটসের শাখা বলে দাবি করা আইএস সেন্ট্রাল বিশ্ব জুড়ে হামলার পরিকল্পনা করছে বলে হুঁশিয়ারি দেয়। শুধু তাই নয়, আমেরিকা, ব্রিটেন ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশ থেকে সদস্য জোগাড় করেছে আইএস। জঙ্গি গোষ্ঠীর তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, ইউরোপে নাশকতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে তারা। আর তাদের সম্ভাব্য টার্গেটের অন্যতম হতে পারে এবছরের প্যারিস অলিম্পিক। এমন খোলা হুমকির পর অনেক বেশি সতর্কতা নিয়েছে সমস্ত প্রশাসন। বিশেষ সতর্কতা জারি হয়েছে গোটা ফ্রান্সজুড়েও।

এই পরিস্থিতিতেই চেচনিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৮ বছর বয়সি ওই ব্যক্তিকে। শুক্রবার ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিন জানান, গত ২২ মে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আইএস জঙ্গিকে। প্রাথমিক তদন্তের পরে জানা গিয়েছে, অলিম্পিকের বেশ কয়েকটি ফুটবল ম্যাচে হামলার ছক কষেছিল তারা। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি পুলিশ এবং অন্যান্য দর্শকদের উপরেও হামলার পরিকল্পনা ছিল। অলিম্পিকে হামলা করে শহিদের তকমা পাওয়াই ছিল ওই ব্যক্তির মূল লক্ষ্য।

এই গ্রেপ্তারির পরে মুখ খুলেছে প্যারিসে অলিম্পিকের আয়োজক কমিটিও। নিরাপত্তা বাহিনীর কাজের প্রশংসা করেছে তারা। উল্লেখ্য, ২০২৪ অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১০০ জনেরও বেশি রাষ্ট্রপ্রধান হাজির থাকবেন। ৬ কিলোমিটার পথ নদীর মধ্যে দিয়ে পাড়ি দেবেন অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিট। সবমিলিয়ে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে প্যারিসজুড়ে। তার মধ্যেই গ্রেপ্তার হল এক আইএস জঙ্গি।

জামিনের বিরোধিতা ইডির, তিহারেই ফিরছেন কেজরি

নয়াদিল্লি, ১ জুন: আম আদমি পার্টি (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শনিবার রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে ইডির আইনজীবী জানিয়েছেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তারি পরে তাঁর ওজন কমেছে বলে যে দাবি করেছেন, তা অসত্য। আদতে তাঁর ওজন বেড়েছে।

ইডির বক্তব্য শোনার পরে আদালত ৫ জুন পর্যন্ত রায় সংরক্ষিত রাখার কথা ঘোষণা করেছে। যার অর্থ, রবিবার অর্থাৎ আজ তিহার জেলে ফেরত যেতে হচ্ছে কেজরিকে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে কেজরিওয়াল বলেছিলেন, 'জেল হেপাজতে আমার ছ'কিলোগ্রাম ওজন কমে গিয়েছে।' সেই সঙ্গে জানান, অন্তর্বতী জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরেও তাঁর ওজন এক কিলোগ্রাম কমেছে। কিন্তু সেই দাবি মানতে নারাজ ইডি।

দিল্লির 'আবগারি দুর্নীতিকাণ্ডে' গত ২১ মার্চ কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। গত ১০ মে আপ প্রধানকে লোকসভা ভোটের প্রচারে সুযোগ দিতে ১ মে পর্যন্ত অন্তর্বতী জামিন মঞ্জুর করে শীর্ষ আদালত। অন্তর্বতী জামিনের শর্ত অনুযায়ী, ২ জুন তিহার কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। সুপ্রিম কোর্টে

কেজরিওয়ালের আর্জি, পিইটি-সিটি স্ক্যান-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক পরীক্ষার জন্য জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হোক।

শীর্ষ আদালতে সেই আবেদন বিচারাধীন থাকা অবস্থাতেই গত বৃহস্পতিবার স্থায়ী জামিন চেয়ে রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন কেজরিওয়াল। শনিবার ইডি সেই আবেদনের বিরোধিতা করে কেজরির বিরুদ্ধে 'মিথ্যা মেডিক্যাল রিপোর্ট' জমা দেওয়ার পাল্টা অভিযোগ এনেছে। তবে জেলে যে তাঁকে ফিরতে হবে তা আঁচ করে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকেই কেজরি জানিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সময়সীমা মেনে আজ তিহার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট আমাকে ভোট প্রচারের জন্য ২১ দিন সময় দিয়েছে। পরশু আমি তিহার জেলে ফিরে যাব। আমি জানি না এই লোকেরা আমাকে কত দিন জেলে রাখবেন। কিন্তু আমার জীবনীশক্তি অনেক বেশি। আমি গর্বিত, আমি জেলে যাচ্ছি স্বৈরাচারের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার লড়াইয়ে নেমে। আমার ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছে। আমি জানি না এই লোকগুলো কী চেয়েছিল, কেন তারা এমন করেছে?' সেই সঙ্গে দিল্লিবাসীর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী কেজরি বলেন, 'দুঃখ পাবেন না। আমার পরিবারকে একটু দেখবেন। আমার বাবা-মা বৃদ্ধ এবং অসুস্থ। তাঁদের জন্য আমার দুশ্চিন্তা হয়।'

সরকারি কর্মীদের পদোন্নতি সাংবিধানিক অধিকার নয়

জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ জুন: কর্মক্ষমতা বা দক্ষতা যা-ই হোক, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পদোন্নতি হবে সরকারি কর্মীদের। এই সুখের দিন বোধহয় এবার শেষ হতে চলেছে। সম্প্রতি এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিল, পদোন্নতি অর্থাৎ প্রোমোশন সরকারি কর্মীদের সাংবিধানিক অধিকার নয়। অভিজ্ঞতা এবং কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে পদোন্নতি হবে কিনা, সেটা ঠিক করবে আইনসভা।

২০২৩ সালে গুজরাত হাইকোর্ট বিচারকদের পদোন্নতি নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গুজরাত হাইকোর্ট সিনিয়রিটি কাম মেরিটের ভিত্তিতে ৬৫ শতাংশ দায়রা আদালতের বিচারককে জেলা জজে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়। গুজরাত হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জমা পড়ে। সেই আবেদনের শুনানিতেই শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, সংবিধানে সরকারি কর্মীদের পদোন্নতি নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম বলা নেই।

শীর্ষ আদালতের সাফ কথা, ভারতে কোনও সরকারি কর্মীই পদোন্নতিকে নিজেদের অধিকার বলে দাবি করতে পারে না। কারণ সরকার সংবিধানে এই ধরনের কোনও বিধান নেই। এটা সম্পূর্ণ আইনসভা ও নির্বাহী কর্মকর্তাদের বিষয়। সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতির অধিকারের বিষয় আইনসভা, কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সংসদ এবং রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে বিধানসভার এক্তিয়ারে পড়তে পারে। সংসদ ও বিধানসভাই এ সংক্রান্ত আইন পাশ করার অধিকারী। পদোন্নতির বিষয়টিতে আদালত যে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

শীর্ষ আদালত বলছে, কাজের ধরন, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং নিয়োগ সংক্রান্ত পদোন্নতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগগুলি। আদালত মনে করে, কর্মক্ষমতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি হওয়ার উচিত।

অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে মন্তব্য করে বিপাকে পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ১ জুন: পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে এবার নিজেদের মন্তব্যেই বিপাকে পড়ল পাকিস্তান। 'অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ নয়', সম্প্রতি এক মামলায় ইসলামাবাদ হাইকোর্টে এ কথা স্বীকার করে নিল পাক সরকার। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের রাজনীতি যখন সরগরম ঠিক সেই সময় শাহবাজ শরিফ সরকারের এমন বার্তায় স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়েছে।

অস্বাভাবিক হারে কর বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি-সহ একাধিক বিষয়ের বিরুদ্ধে পাক সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন শুরু করেছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নাগরিকরা। বিক্ষোভ থামাতে নাজেহাল অবস্থা পাক সরকারের। এই পরিস্থিতিতে চলছে ব্যাপক ধড়পাকড়। অধিকৃত কাশ্মীরে জেলবন্দী হয়েছেন সাংবাদিক তথা কাশ্মীরী কবি আহমেদ ফারহাদ শাহ। এই সংক্রান্ত এক মামলায় ফারহাদকে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। এর প্রেক্ষিতেই পাক সরকারের আইনজীবী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, 'ফারহাদ বর্তমানে কাশ্মীরের (অধিকৃত কাশ্মীর) পুলিশ হেপাজতে রয়েছে। যা বৈদেশিক অঞ্চলভুক্ত। ওই অঞ্চল কোনওভাবেই পাকিস্তানের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার আওতায় আসে না।'

পাক সরকারের দাবি, ওই অঞ্চলে পাক সরকারের সঙ্গে আলোচনাভুক্ত একটি সরকার চলে। তবে সেখানে পাকিস্তানের আইনশৃঙ্খলা কোনওভাবেই লাগু হয় না। এই প্রেক্ষিতেই পালটা আদালতের তরফে প্রশ্ন করা হয়, অধিকৃত কাশ্মীর যদি পাকিস্তানের অংশ না হয় তাহলে কীভাবে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এবং পাকিস্তানি রেঞ্জার্স ওই এলাকায় প্রবেশ করল? তার অবশ্য কোনও উত্তর দিতে পারেনি পাক সরকার। এদিকে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই তোলপাড় শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, পাকিস্তানের এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের সরব হতে পারে ভারত। কারণ ভারতের তরফে রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে বারবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু দম্পতির, বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে জখম ৬

বরোদা, ১ জুন: একটি বাইককে ধাক্কা দিয়ে চলে যায় ট্রাক। মৃত্যু হয় বাইক আরোহী স্বামী-স্ত্রীর। যদিও বেঁচে যায় তাঁদের চার এবং এক বছরের শিশু সন্তান। সেই ঘটনা দেখতে গিয়ে আবার সংঘর্ষের মুখে পড়ে একটি টেম্পো এবং একটি ট্রাক। সেই ঘটনায় আহত হন ছ'জন। গুজরাতের বরোদার ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দাহোদ থেকে বাইকে চেপে আসছিলেন এক দম্পতি। যাচ্ছিলেন আমদাবাদে। বাইকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায় বড় কোনও যান। তা ট্রাক বলেই মত পুলিশের। যদিও এই বিষয়ে পুলিশ এখনও নিশ্চিত নয়। কিছুক্ষণ পর দুর্ঘটনাস্থল দিয়ে যাচ্ছিল একটি ট্রাক। চালক গাড়ি থামিয়ে দেখছিলেন সেই পরিস্থিতি। পিছন থেকে এসে তাতে প্রায় ধাক্কা দিতে চলেছিল একটি বেসরকারি বাস। কিন্তু সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য সেটি ডিভাইডারে ধাক্কা দেয়। বাসে সওয়ার ছিলেন ৬০ জন। ঘটনায় আহত হয়েছেন ছ'জন।

পুলিশ জানিয়েছে, বাইকে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনা হয়েছে ভোর ৬টায়। তার আধ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় দুর্ঘটনা হয়েছে। ট্রাকটি যাচ্ছিল সুরাতে। বাসটি রাজস্থান থেকে সুরাতে যাচ্ছিল। আহতদের এসএসজি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) জ্যোতি পটেল জানিয়েছে, বাইক আরোহী স্বামী এবং স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে ঘটনাস্থলেই। তাঁদের দুই শিশুসন্তান বেঁচে রয়েছে। নিহতদের আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এই ঘটনায় ট্রাকের চালক অভিযোগ দায়ের করেছেন। নিহত দম্পতির পরিবার অন্য একটি অভিযোগ করতে চলেছে। বাইকে যে যান ধাক্কা দিয়েছে, তারও খোঁজ চলছে।

‘ভারত তো দূর, পঞ্জাব, দিল্লির মতো দলের কাছেও হারবে পাকিস্তান’

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেছে পাকিস্তান। ০-২ ফলে সিরিজ হেরেছেন বাবর আজমেরা। এই ফলের পরে পাকিস্তানের সমালোচনা করলেন সে দেশেরই এক বিশেষজ্ঞ। তাঁর মতে, দিল্লি ক্যাপিটালস বা পঞ্জাব কিংসের মতো দলের কাছেও হারবেন বাবরেরা।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ চলাকালীন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন বলেছিলেন, ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের উচিত ছিল আইপিএলে খেলা। তা হলে বেশি ভাল প্রস্তুতি হত তাঁদের। সেই সময় ভনের মন্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন পাকিস্তানের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ ফরিদ খান। যদিও পাকিস্তানে ০-২ ফলে হারের পরে নিজের কথা ফিরিয়ে নিয়েছেন তিনি।

একটি ভিডিয়োতে ফরিদ বলেন, তআইকেল ভন, আমি ক্ষমা চাইছি। আপনিই ঠিক বলেছিলেন। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের আইপিএলে খেলা উচিত ছিল।দ

ফরিদ আরও বলেন, তরঞ্জিতে খেলা কোনও দলও পাকিস্তানকে হারিয়ে দেবে। এমনকি, দিল্লি ক্যাপিটালস বা পঞ্জাব কিংসও আমাদের এক তরফা ভাবে হারাবে। আমি তো ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের কথা ভাবছিই না। কানাডা ও আমেরিকার বিরুদ্ধে ম্যাচের কথা ভাবছি। এই বিশ্বকাপে পাকিস্তান সব থেকে খারাপ খেলবে।

বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি হিসাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলছে ইংল্যান্ড। সেই কারণে আইপিএল ছেড়ে ফিরে গিয়েছেন দলের ক্রিকেটারেরা। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না প্রাক্তন অধিনায়ক ভন। তিনি বলেন, তআমার মনে হয় সব ক্রিকেটারকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে ভুল করেছে ইংল্যান্ড বোর্ড। জস বাটলার, ফিল সল্ট, উইল জ্যাকসের মতো ক্রিকেটারেরা আইপিএলের প্লে-অফে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। ওখানে যে চাপ ওদের সামলাতে হত সেটা পাকিস্তান সিরিজে হবে না। আইপিএলে খেললে ওদের প্রস্তুতি বেশি ভাল হত।দ

তা হলে কি দেশের হয়ে খেলার থেকে লিগ ক্রিকেটকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন ভন। নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তিনি। ভন বলেন, তআমার কাছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অনেক আগে। কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে আইপিএল খেলার কথা বলেছি একমাত্র প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে। সমর্থক, দল, সমাজমাধ্যমের চাপ আইপিএলে বেশি। আমার মনে হয় বাটলার, সল্টেরা আইপিএল খেলতে চেয়েছিল। ওখানে থাকলেই ওরা ভাল করত।দ

তা হলে কি পাকিস্তানের মান তত ভাল নয় বলে মনে করছেন ভন? ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, তআমি পাকিস্তান দলকে অসম্মান করছি না। আমি শুধু দুটো প্রতিযোগিতার মানের কথা বলছি। হয়তো পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও ওরা নিজেদের তৈরি করবে। কিন্তু আইপিএলে খেললেই হয়তো ভাল হত।

টি২০ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময়সূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে রবিবার সকালে। আমেরিকা এবং কানাডার ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হবে। এ বারই প্রথম আমেরিকায় ক্রিকেটের এত বড় কোনও প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে। সহ-আয়োজক হিসাবে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিশ্বকাপ নিয়ে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। প্রায় সব দেশই আমেরিকা বা ওয়েস্ট ইন্ডিজে পৌঁছে গিয়েছে।

বিশ্বকাপের আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একাধিক পরিকল্পনা করেছে আইসিসি।

আমেরিকায় কি রবিবার সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে?

আমেরিকার সংবাদপত্রের দাবি, ছোট করে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। টসের আগে ১০ মিনিট সেই অনুষ্ঠান চলবে। তবে কারা সেখানে পারফর্ম করবেন সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

বিশ্বকাপে কি তা হলে দু'টি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান?

আমেরিকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আইসিসি কিছু বলেনি। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনুষ্ঠান হবে। রবিবার ভারতীয় সময় রাত আটটায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাপুয়া নিউগিনির ম্যাচ রয়েছে। সেখানে অনেক তারকার উপস্থিত থাকার কথা।

কারা পারফর্ম করবেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে?

ত্রিনিদাদের বিখ্যাত গায়ক ডেভিড রাডার এবং এরফান আলভেসের পারফর্ম করার কথা। থাকবেন ‘চাটনি’ মিউজিক খ্যাত রবি বি। ডিজে আন্না এবং আলট্রারও থাকার কথা রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কোথায় হবে?

গায়ানার জাতীয় স্টেডিয়ামে। সেখানেও প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ক'টা থেকে শুরু?

ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা এবং স্থানীয় সময়ে সকাল ৮.৩০টা।

কী ভাবে অনুষ্ঠান দেখা যাবে?

ভারতীয়রা স্টার স্পোর্টসের বিভিন্ন চ্যানেলে এবং বিনামূল্যে ডিজনি হটস্টার অ্যাপে দেখতে পারেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ম্যাচে বোলিং করবেন না মার্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ম্যাচে খেলার জন্য ফিট ঘোষণা করা হয়েছে অধিনায়ক মিচেল মার্শকে। তবে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ম্যাচে তিনি বোলিং করতে পারবেন না। অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন এ কথা। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে আগামীকাল থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ৬ জুন বার্বাডোজে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানের মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া।

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় গত এপ্রিলে আইপিএল রেখে দেশে ফিরেছিলেন মার্শ। তারপর ত্রিনিদাদে বিশ্বকাপের দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার আগপর্যন্ত আর মাঠে নামতে পারেননি। তবে এ দুটি প্রস্তুতি ম্যাচেও প্রতিপক্ষের পুরো ইনিংসে ফিল্ডিং করেননি মার্শ। বোলিংয়ে ফিরবেন কবে, সেটি এখনো অনিশ্চিত।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ক্রিকেটডটকমডটএইউকে ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, ‘মিচের জন্য এটা (প্রস্তুতি ম্যাচ) ছিল শরীরটা কী অবস্থায় আছে, সেটার বোঝার। সে বেশি ওভার ফিল্ডিং করেছে। আরেকটু ভালোভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে পেরেছে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে। মনে হচ্ছে প্রথম ম্যাচের জন্য সে প্রস্তুত। দ্বিতীয় অংশ হলো, সে কবে বোলিংয়ে ফিরবে...প্রথম

ম্যাচে তা হচ্ছে না।’

অবসর নেওয়া অ্যারন ফিঞ্চের জায়গায় গত মাসে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি দলে অধিনায়কের দায়িত্ব পান মার্শ। নামিবিয়ার বিপক্ষে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ১৪ বলে ১৮ করেছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে ৪ বলে ৪ রান করেন।

মার্শের পুরো ফিটনেস ফিরে পাওয়া নিয়েই এখন ভাবছে অস্ট্রেলিয়া। তবে আইপিএলের কারণে অস্ট্রেলিয়ার দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে পারেননি ট্রাভিস হেড, মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও ক্যামেরন গ্রিন। বার্বাডোজে তাঁরা অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াডের সঙ্গে যোগ দেবেন।

অস্ট্রেলিয়ার কোচ ম্যাকডোনাল্ড এ নিয়ে বলেছেন, ‘দলকে একসূত্রে গাঁথতে পর্যাপ্ত সময় আছে হাতে। এই দলে সবাই একে অপরের পরিচিত। একসঙ্গে অনেক খেলেছে। ওরা একসঙ্গে অনেক ম্যাচ না খেললে প্রস্তুতিটা অন্য রকম হতো। এখন শুধু একাদশ ঠিক করতে হবে। হাতে বিকল্পও আছে।’

খেলার মাঝেই বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া, রাগের চোটে ম্যাচ ছেড়ে দিলেন খেলোয়াড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেনিস ম্যাচ চলাকালীন বিভিন্ন কারণে মেজাজ হারাতে দেখা যায় খেলোয়াড়দের। কখনও দর্শক, কখনও কোচ, কখনও আম্পায়ারের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান তাঁরা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বার্নার্ড টমিচ যা করলেন, তা সব কিছু ছাড়িয়ে গেল। দর্শকাসনে বসা বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া করে ম্যাচ ছেড়ে দিলেন তিনি।

টেনিসবিশ্ব যখন ফরাসি ওপেনে চোখ রেখেছে, তখন আমেরিকার আরকানসাসে একটি ছোট প্রতিযোগিতায় খেলছেন এক সময় বিশ্বের ১৭ নম্বর খেলোয়াড় টমিচ। শুক্রবার জাপানের ইয়ুতা শিমিজুর বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু ম্যাচের শুরু থেকেই মনে হচ্ছিল, বেশ অস্বস্তিতে রয়েছেন তিনি। জোরে দৌড়তে পারছিলেন না। আয়ত্তের মধ্যে থাকা বল ছেড়ে দিতে থাকেন। দর্শকও তাঁর খেলা দেখে বিরক্ত হয়ে যান।

ম্যাচের মাঝে অসুস্থতার জন্য সাহায্য চান তিনি। একাধিক বার ডাক্তার ডাকেন। কিন্তু ডাক্তার না থাকায় কোর্টেই বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন তিনি। খেলাও চালিয়ে যেতে হয়। সমস্যার সূত্রপাত দ্বিতীয় সেটের আগে।

কোভিড ধরা পড়ায় দর্শকাসনে বাকিদের থেকে আলাদা বসেছিলেন টমিচের বান্ধবী কেলি হান্না। তাঁর দিকে তাকিয়ে কোনও বিষয়ে চিৎকার করে ওঠেন টমিচ। ধারাভাষ্যকারদের দাবি, বান্ধবীকে টমিচ বলেন, সকালেই তাঁর কোভিড হয়েছে। হান্না তা অস্বীকার করে জানান, দিন দশেক আগে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। টমিচ মানতে চাননি। তাঁর দাবি, বান্ধবীর থেকেই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। ঝগড়া বাড়তে থাকায় হান্না উঠে চলে যান। এর পরেই ম্যাচ শেষ করে দেন টমিচ।

৩০৩টি বাজি ধরে ৩ মাস নিষিদ্ধ ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার কার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ড জাতীয় দল ও ডারহাম কাউন্টি ক্লাবের ফাস্ট বোলার ব্রাইডন কার্সকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ৩ মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর সঙ্গে আরও ১৩ মাসের স্থগিতাদেশ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্রিকেট ম্যাচে মোট ৩০৩টি বাজি ধরেছিলেন কার্স, যদিও সেসব ম্যাচে তিনি খেলেননি।

২৮ বছর বয়সী কার্সের বিরুদ্ধে ক্রিকেটের দুর্নীতিবিরোধী নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) নতুন স্বাধীন সংস্থা ‘ক্রিকেট রেগুলেটর’। এই সংস্থার কাজ হলো খেলাটির নিয়মনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করা এবং নিয়মনীতির প্রতি সবার আনুগত্য জোরদার করা।

কার্সের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করার পর তাঁর দায় খুঁজে পেয়েছে ‘ক্রিকেট রেগুলেটর’। সংস্থাটির কাছে তিনি দোষ স্বীকারও করেছেন।

কার্স যে ৩০৩টি বাজি ধরেছেন, সেসব ম্যাচে তিনি না খেললেও ক্রিকেটের দুর্নীতিবিরোধী একটি ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, পেশাদার কোনো খেলোয়াড়, কোচ, কোচিং স্টাফের সদস্য এবং খেলাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ বিশ্বের কোথাও বাজি ধরতে পারবেন না।

‘ক্রিকেট রেগুলেটর’ বিবৃতিতে বলেছে, ‘তদন্তের কাজে কার্স আমাদের সহযোগিতা করেছেন এবং কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেছেন।’ কার্স বলেছেন, ‘বাজিগুলো কয়েক বছর আগে ধরলেও এটিকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে চাই না। আমি আমার কার্যকলাপের সব দায় (মাথা পেতে) নিচ্ছি। এই কঠিন সময়ে আমাকে সমর্থন দেওয়ায় আমি ইসিবি, ডারহাম এবং প্রফেশনাল ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আগামী ১২ সপ্তাহ আমি কঠোর পরিশ্রম করব এবং এটা নিশ্চিত করছি, আপনারা আমাকে যে সমর্থন দিচ্ছেন, তা আবারও খেলতে নেমে শোধ করব।’

ইংল্যান্ডের হয়ে এখন পর্যন্ত ১৪ ওয়ানডে এবং ৩ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন কার্স। দুই সংস্করণ মিলিয়ে নিয়েছেন ১৯ উইকেট। সর্বশেষ গত বছরের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা গেছে তাঁকে। গত বছর তিনি ইসিবির সঙ্গে ২ বছরের চুক্তি করতে রাজিও হয়েছিলেন।

আগামী জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লর্ডস টেস্ট খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন জিমি অ্যান্ডারসন। ৪১ বছর বয়সী অ্যান্ডারসনের জায়গায় কার্সকে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আনতে চেয়েছিল ইসিবি।

কার্সের শাস্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী ২৮ আগস্ট। এ সময়ে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ এবং ডারহামের হয়ে খেলতে পারবেন না। তবে তাঁর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরদিনই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামবে ইংল্যান্ড। ইসিবি চাইলে সে ম্যাচ দিয়েই কার্সকে ফেরাতে পারবে।

কীভাবে ইয়র্কার শিখেছেন, জানালেন বুমরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পিঠের চোট মাঝে বড্ড ভুগিয়েছে যশপ্রীত বুমরাকে। নিউজিল্যান্ড সফল অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘদিন পুনবার্সনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সময়;বুমরা সব মিলিয়ে মাঠের বাইরে ছিলেন প্রায় ১১ মাস। চোটের কারণেই ভারতের পেস বোলিং বিভাগের প্রধান এই অস্ত্র ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি।

তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে মাঠে ফেরার পর বুমরাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে এখন পর্যন্ত তিন সংস্করণ মিলিয়ে ২৫ ম্যাচে ৬৩ উইকেট নিয়েছেন।

এ বছর এখনো কোনো আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টি না খেললেও সদ্য সমাপ্ত আইপিএলে ২০ উইকেট নিয়ে হয়েছিলেন তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। কমপক্ষে ১০ ওভার বোলিং করেছেন;এমন বোলারদের মধ্যে তাঁর ইকোনমি রেট ছিল সবচেয়ে কম (৬.৪৮)। সেরা ছন্দে থাকা বুমরাকে নিয়ে তাই ভারতও এবারের টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বড় কিছুর স্বপ্ন দেখছে।

চোট থেকে সেরে উঠেই শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে সেরা ছন্দে ফেরা যে কারও জন্য কঠিন। তবে বুমরা সেই কঠিন কাজটিই সহজ করেছেন সাধারণ দর্শনের দিকে মনোনিবেশ করে, যা তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথও মসৃণ করেছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে আজ বিশ্বকাপের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচের আগে সে কথাই জানিয়েছেন বুমরা।

আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ৩০ বছর বয়সী তারকা ফাস্ট বোলার বলেছেন, ‘যেহেতু আমাকে চোটের ধাক্কা কাটিয়ে আসতে হয়েছে, তাই যতটা সম্ভব খেলাটিকে উপভোগ করার দিকে মনোযোগ দিয়েছি। কিছু জিনিস আমার পক্ষে যাবে, কিছু জিনিস পক্ষে যাবে না। ম্যাচ ঘিরে মনে এমন নানা ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। আমি সেটা বাদ দিয়ে প্রক্রিয়া ঠিক রাখার চেষ্টা করেছি।’

বুমরা আরও বলেছেন, ‘জানতাম, এসব জিনিস আমার ফেরার প্রক্রিয়ারই একটা অংশ হবে। এটা বুঝতে পেরেই খেলতে নেমেছি। কারণ, আমি খেলাটাকে ভালোবাসি। ম্যাচ ফল কী হবে, তা ভাবিনি। এটাই নিজের ওপর থেকে চাপ কমিয়ে দিয়েছে এবং খেলা উপভোগ করতে সাহায্য করেছে। যে জিনিসগুলো আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, সে দিকে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই।’

নিখুঁত ইয়র্কারের ক্ষেত্রে বুমরার জুড়ি মেলা ভার। ইয়র্কার দিয়েই বেশির ভাগ সাফল্য পেয়েছেন। কীভাবে উইকেটশিকারি হয়ে উঠলেন, আইসিসিকে তা জানাতে গিয়ে শৈশবে ফিরে গেছেন বুমরা, ‘বাড়ন্ত বয়সে আমি টেনিস বল ও

রাবার বল দিয়ে অনেক খেলেছি, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলে খেলে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। তখন আমার মনে হতো উইকেট শিকারের এটাই (ইয়র্কার) একমাত্র উপায়। আমি ফাস্ট বোলিংয়ের বড় ভক্তও ছিলাম। টেলিভিশনে ফাস্ট বোলারদের (ইয়র্কার) দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আমিও সে রকম কিছু করার চেষ্টা করতাম। টেনিস বল বা রাবার বলই আমার ইয়র্কার শেখার রহস্য কি না, জানি না। কিন্তু প্রতিনিয়ত অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার কারণেই আমি ইয়র্কার ভালোভাবে রপ্ত করতে পেরেছি।’

আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে ৭৪ উইকেট নিয়ে বর্তমানে এই সংস্করণে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বুমরা। তাঁর ওপরে আছেন লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল (৯৬ উইকেট) ও অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বর কুমার (৯০ উইকেট)। ভুবনেশ্বর দেড় বছর হলো ভারতীয় দলে উপেক্ষিত। আরেক অভিজ্ঞ পেসার ও সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি মোহাম্মদ শামিও চোটের কারণে নেই এবারের টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। দলের অন্য দুই পেসার মোহাম্মদ সিরাজ ও অর্শদীপ সিং অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ হওয়ায় বুমরার ওপর বাড়তি দায়িত্ব বর্তাবে।

সিরাজ ও অর্শদীপের উদ্দেশ্যে বুমরার বার্তা, ‘নিশ্চয় আমি ওদের অতিরিক্ত কিছু শেখানোর চেষ্টা করব না। এটা এমন কিছু, যা আমি শিখেছি। তবে আমাকে ওদের প্রয়োজন হলে সহায়তা করব। এমন নয় যে ওরা শুধু ভাগ্যবান, তাই এখানে (টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে) আসতে পেরেছে। আমি এখন পর্যন্ত যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সেগুলো ওদের সঙ্গে ভাগাভাগি করব। তবে ওদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব না। উপায় ও সমাধান নিজেদেরই খুঁজে বের করতে হবে। এটা এই যাত্রারই অংশ।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**